CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-115 ■ 25 January, 2026 ■ আগরতলা ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১১ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফুলবাড়িতে ৮০ কোটির আগরউড ভ্যালু চেইন'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আত্মনির্ভর ভারত গড়ার নতুন মানদন্ড ঃ সিন্ধিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া শনিবার উত্তর ফুলকাবাড়িতে ৮০ কোটি টাকার আগরউড ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট স্কিমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মন্ত্রী সিন্ধিয়া জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টি অনুযায়ী উত্তরের রাজ্যগুলোতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় এই স্কিম চালু করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ত্রিপুরা ও আসামে আগরউড উৎপাদনের মূল কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এই প্রকল্প উভয় রাজ্যের শক্তিকে আরও এগিয়ে নেবে।

মন্ত্রী বলেন, এই স্কিমের মাধ্যমে চাষির ক্ষেত থেকে আন্তর্জাতিক বাজারের পারফিউম বোতল পর্যন্ত পুরো আগরউড ভ্যালু চেইনকে শক্তিশালী করা হবে। স্কিমের আওতায় দুটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করা হবেএকটি গোলাঘাট (আসাম) এবং একটি উত্তর ফুলকাবাড়িতে। এতে চিপ ও তেল প্রক্রিয়াকরণ, ব্র্যান্ডিং এবং মার্কেটিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবে, মধ্যস্বত্বভোগীরা দূর হবে এবং চাষিরা তাদের সম্পূর্ণ মূল্য পাবেন।

মন্ত্রী জানান, আগরউড খাতকে বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জিআই ট্যাগের প্রক্রিয়া চলছে; রপ্তানি কোটা ছয়গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে; আগরউড চিপ রপ্তানি ২৫,০০০ কেজি থেকে ১,৫০,০০০ কেজি এবং আগরউড তেল ১,৫০০ কেজি থেকে ৭,৫০০ কেজি করা হয়েছে। পাশাপাশি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চাষিরা সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির 'লোকাল থেকে গ্লোবাল', ভোকাল ফর লোকাল' এবং ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট ভিশনের জীবন্ত উদাহরণ। তিনি জানান, দেশের প্রায় ১৫ কোটি আগরউড গাছের ৯০ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এবং এই স্কিমের মাধ্যমে ত্রিপুরার উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ শতাংশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ গ্রেপ্তার মন্ডল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। জমি দালালি ও জমি মাফিয়াগিরির অভিযোগে বড়জলা বিধানসভার বিজেপি মন্ডল সভাপতি রাজীব সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। আজ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে রাজীব সাহাকে এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে এসে কয়েক ঘন্টা ধরে টানা জেরার চালান পুলিশ আধিকারিকরা। জেরার পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের আগে দিল্লিতে হাসিনার বিস্ফোরক অডিও বার্তা

অতল গহ্বরের কিনারায় রক্তাক্ত বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি।। বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে বাজানো শেখ হাসিনার প্রায় এক ঘণ্টার অডিও বক্তব্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। ওই অডিও বক্তৃতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানান বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দাবি করেন, রক্তাক্ত বাংলাদেশ আজ অতল গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের উর্বর ও শান্ত ভূমি আজ আহত, রক্তে ভেজা প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ যেন আজ এক বিশাল কারাগার, এক মৃত্যুকূপ, এক মৃত্যু উপত্যকা। এই অবস্থার জন্য একমাত্র অধ্যাপক ইউনূসকেই দায়ী করেন তিনি। হাসিনার ভাষা অনুযায়ী, ধ্বংসস্তূপের মাঝে টিকে থাকার লড়াইয়ে মানুষের আর্তচিৎকারই এখন বাংলাদেশের বাস্তবতা। খুনি ফ্যাসিবাদী ইউনূস-একজন সুদখোর, অর্থপাচারকারী, লুটেরা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক-তার সর্বগ্রাসী মতাদর্শ দিয়ে আমাদের জাতির রক্ত শুষে নিয়েছে, আমাদের মাতৃভূমির আত্মাকে কলুষিত করেছে।

দেশবাসীর উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, এই বার্তা শুধু অন্তর্বর্তী সরকারের নিন্দা নয়, বরং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের প্রতি একটি আহ্বান। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে গণবিক্ষোভের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে তিনি ভারতে অবস্থান করছেন। শেখ হাসিনার অভিযোগ, অধ্যাপক ইউনূস ও তার সহযোগীরা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছে। তার দাবি, বর্তমানে বাংলাদেশে চরম আইনশৃঙ্খলাহীনতা বিরাজ করছে, সংখ্যালঘু নির্যাতন বেড়েছে এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মামলার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তার ক্ষমতাচ্যুত হওয়াকে তিনি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফল বলে উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন কোনোভাবেই সম্ভব নয়, যদি না ইউনূস সরকার অপসারণ করা হয় বা তার প্রভাব খর্ব করা হয়। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, অন্তর্বর্তী সরকার আইনের অপব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি ও কারাবন্দি করছে। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠারও দাবি জানান তিনি।

জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, তার ক্ষমতাচ্যুতি এবং পরবর্তী সহিংসতার ঘটনাগুলোর বিষয়ে একটি নতুন ও নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তদন্ত প্রয়োজন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুজোর দিনে কৈলাসহরে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তাল লাঠিচার্জ, শূন্যে গুলি, জখম মন্ডল সভাপতি

স্বতপ্রণোদিত মামলা নিল পুলিশ ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কৈলাসহর, ২৪ জানুয়ারি।। কৈলাসহরের কাতাল দীঘিরপার এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হঠাৎ সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ স্বতঃস্ফূর্ত মামলা নিয়েছে। ডিজিপি জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিজিপি বলেন, কাতাল দীঘিরপার এলাকায় হঠাৎ দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শূন্যে গুলি চালানো ও লাঠিচার্জ করে।

তিনি আরও জানান, পুলিশ ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে। ডিজিপি বলেন,এই ঘটনায় অভিযুক্ত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। আমরা নিশ্চিত করছি যে শান্তি এবং আইনের শাসন অক্ষুণ্ণ থাকবে।

প্রসঙ্গত, গতকাল সরস্বতী পূজার বিকেলে কাতাল দীঘিরপার এলাকায় হঠাৎ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। ঘটনায় আহত হন ভারতীয় জনতা পার্টির কৈলাসহর মণ্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ। এছাড়াও, হামলায় ভাঙচুর করা হয় যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অরূপ ধরের বাড়ি। কাতাল দীঘিরপারে অবস্থিত শাসকদলের অঘোষিত কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শূন্যে গুলি চালায় এবং লাঠিচার্জ করে।

পাশাপাশি, এদিন ডিজিপি আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্য পুলিশের মহা-নির্দেশক অনুরাগ আসাম রাইফেলস ময়দানে উপস্থিত হয়ে প্রস্তুতির সার্বিক খতিয়ে দেখেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি মঞ্চ, নিরাপত্তা চেকপোস্ট এবং জনসাধারণের সুবিধার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন যাতে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারকেলকুঞ্জে মদ্যপ এসআই'র তান্ডবে গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। গন্ডাছড়া মহকুমার নারকেল কুঞ্জে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা, যেখানে চার পর্যটক মদ্যপ অবস্থায় দাদাগিরি চালানো রইস্যাবাড়ী থানার এসআই শ্যামল জমাতিয়ার হাতে গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে তিনজন বর্তমানে টেপানিয়া হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

ঘটনার বিস্তারিত অনুসারে, শুক্রবার দেবী সরস্বতী পুজোর দিনে গন্ডাছড়ার পঞ্চরতন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে চাই মানসম্মত শিক্ষা ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হলে মানসম্মত শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। একই সঙ্গে, শেখা, জীবনযাপন ও কার্যকলাপ, এই তিনটির সমন্বয় ঘটলেই প্রকৃত সাফল্য আসে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ পশ্চিম জেলার লেফুঙ্গায় অবস্থিত সিনড ফাউন্ডেশন স্কুলের রজতজয়ন্তী (২৫ বছর পূর্তি) অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে এই কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সিনড ফাউন্ডেশন স্কুলের এই রজতজয়ন্তী শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের ২৫ বছরের যাত্রাই নয়, বরং শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও সার্বিক বিকাশের এক গৌরবময় অধ্যায়।

তিনি বলেন, রজতজয়ন্তী শুধু অধ্যবসায়ের প্রতীক নয়, এটি মূল্যবোধ ও দূরদৃষ্টির প্রতিফলন। আজ আমরা যখন পেছনে তাকাই, তখন সেই সব প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টাদের স্মরণ করি, যাঁরা এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং চরিত্র গঠন, সহানুভূতি, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তুলবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, এই দীর্ঘ পথচলা সম্ভব হয়েছে শিক্ষকদের অবিচল নিষ্ঠা ও ত্যাগের জন্য।

তিনি শিক্ষকদের এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সাফল্যের স্থপতি হিসেবে আখ্যা দেন। তাঁর কথায়, শিক্ষকরা শুধু শিক্ষক নন, তাঁরা অভিভাবক, পথপ্রদর্শক ও আদর্শ হিসেবেও নিজেদের ভূমিকা পালন করেছেন।

রতন লাল নাথ বলেন, একজন অভিভাবক হিসেবে আমি বলতে চাই যদি আমরা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই, তাহলে মানসম্মত শিক্ষা অপরিহার্য। গত ২৫ বছরে এই বিদ্যালয় শুধু শিক্ষা প্রদান করেনি, বরং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুচকাওয়াজের মহড়া...

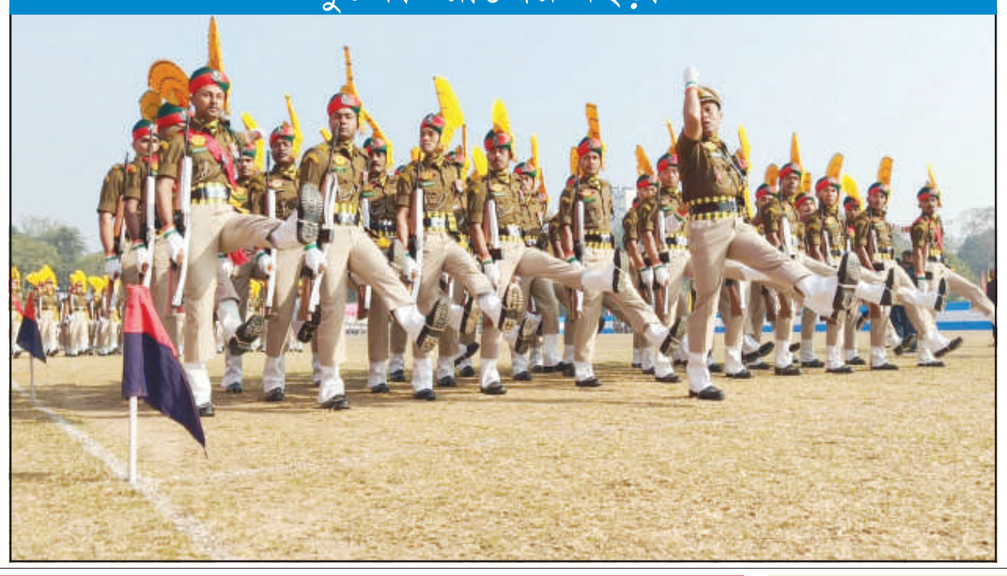

ফুলতলীতে দুষ্কৃতির হামলা, লুটপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। আমতলী থানার ফুলতলী মতিনগর এলাকায় শুক্রবার রাতে এক গৃহবধূ পারুলা খাতুনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় এবং তার স্বামী আনোয়ার হোসেনসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের মারধর করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটপাটের গুরুতর ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবুল হোসেন, আবু কালাম, কামাল ভূঁইয়া ও আরও কয়েকজন শুক্রবার রাতে আনোয়ার হোসেনের কাছে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকার করলে তারা আনোয়ার হোসেন এবং তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করার যেকোনও ষড়যন্ত্র রুখতে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস। মনিপুর পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে জিরিবাম—টিপাইমুখ সড়কে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে।

ফেরজাওয়াল জেলায় জিরিবাম- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বাগদেবীর পূজা হল মহিলা পুরোহিত দিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গণ্ডি অতিক্রম করে রাজধানী আগরতলা শহরের আগরতলা মহিলা বিদ্যালয়ে এবারও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করল সরস্বতী পূজা। এদিন মহিলা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাগদেবী সরস্বতীর আরাধনা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, গত চার বছর ধরে আগরতলা মহিলা বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা হয়ে আসছে মহিলা পুরোহিতের মাধ্যমে। চলতি বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই উদ্যোগকে ঘিরে বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে দেখা যায় বিশেষ উৎসাহ ও গর্বের অনুভূতি।

মহিলা পুরোহিত জানান, নারীরাও যে সমান দক্ষতার সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারেন, এই পূজার মাধ্যমে সেই বার্তাই সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষাঙ্গনে এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিকতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের অগ্রগতি ও বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি প্রকৌশলীরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাজ্যের অগ্রগতি ও বিকাশের অন্যতম চালিকা শক্তি হলেন প্রকৌশলীরা। প্রকৌশলীরাই হলেন পরিকাঠামো তৈরীর অন্যতম স্থপতি। অগ্রগতির ভিত নির্মাণে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি বিষয়ক, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে যে পরিকাঠামোর প্রয়োজন তার বিকাশ ঘটে প্রকৌশলীদের হাত ধরে। আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা স্টেট ইঞ্জিনীয়ারর্স এসোসিয়েশনের ৫৬তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিনিয়ত নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের সবসময় অপডেটেড রাখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 25-01-2026, 00:55

জাগরণ আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ইং
১১ মাঘ,রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শিশুকন্যা দিবস

২৪শে জানুয়ারি আমাদের দেশে জাতীয় শিশু কন্যা দিবস পালিত হয়। কন্যা শিশুদের অধিকার রক্ষা, তাহাদের প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং সমাজে তাহাদের সমান মর্যাদা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।২০০৮ সালে ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক প্রথম এই দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এবং মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক করিবার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছিল। ২৪শে জানুয়ারি তারিখটি বেছে নেওয়ার একটি বিশেষ কারণ হইলো ১৯৬৬ সালের এই দিনে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহা নারী ক্ষমতায়নের ইতিহাসে একটি মাইলফলক।এই দিবসটি পালনের পেছনে প্রধান কিছু উদ্দেশ্য রহিয়াছে। কন্যা শিশুদের প্রতি হওয়া সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য বন্ধ করা।

মেয়েদের আইনি অধিকার, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

কন্যা ভ্রূণহত্যা বন্ধ করা এবং লিঙ্গানুপাত উন্নত করা।ঘর এবং বাইরের কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা।ভারত সরকার কন্যা শিশুদের কল্যাণে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়াছে, যাহার প্রচারণা এই দিনে বিশেষভাবে করা হয়। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করিয়া মেয়েদের শিক্ষিত করিবার প্রধান কর্মসূচি। বাল্যবিবাহ এবং স্কুল ছুটের মতো সমস্যাগুলো এখনো বিদ্যমান। জাতীয় শিশু কন্যা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, একটি জাতির উন্নতির জন্য অর্ধেক জনসংখ্যা অর্থাৎ নারীদের উন্নয়ন ও অংশগ্রহণ অপরিহার্য।একটি কন্যা শিশুকে শিক্ষিত করা মানে একটি পুরো প্রজন্মকে শিক্ষিত করা।জাতীয় শিশু কন্যা দিবস প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি পালিত হয়। এই দিনটি কন্যা শিশুদের গুরুত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য উদযাপিত হয়। অনেক সমাজে কন্যা শিশুদের ছেলে শিশুর তুলনায় কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দিবসটি এই ধারণাকে ভাঙিতে এবং কন্যা শিশুদেরও সমান অধিকার দেওয়ার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করে।

কন্যা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই দিবসটি এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতে সাহায্য করে।কন্যা শিশুদের বাল্য বিবাহ, নির্যাতন এবং অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই দিবসটি এই সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে।স্কুল, কলেজ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।পোস্টার, ব্যানার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।কন্যা শিশুদের সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা সভা করা হয়। জাতীয় শিশু কন্যা দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হইল কন্যা শিশুদের প্রতি সচেতনতা বাড়ানো এবং তাহাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। এই দিবসটি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে কন্যা শিশুরাও ছেলে শিশুদের মতোই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।অনেক সমাজে কন্যা শিশুদের ছেলে শিশুর তুলনায় কম মূল্য দেওয়া হয়। এই দিবসটি এই ধরনের ভেদাভেদ দূর করিতে সাহায্য করে।সব মেয়ে শিশু যেন শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সেজন্য এই দিবসটি সচেতনতা সৃষ্টি করে।মেয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করিবার জন্য এই দিবসটি গুরুত্বপূর্ণ।মেয়ে শিশুরা যেন সমাজে সমান অধিকার পায়, সেজন্য এই দিবসটি জনসচেতনতা সৃষ্টি করে। এই দিবসটি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে সব শিশুই সমান এবং তাহাদের সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। কন্যা শিশুদের শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান এবং স্বাবলম্বী করিয়া তোলা আমাদের সবার দায়িত্ব।

জাতীয় শিশুকন্যা দিবস প্রতি বছরই দেশ জুড়িয়া মহাসমারোহে পালিত হয় দিনটি। ২৪ জানুয়ারি দেশের কন্যাদের কথা মাথায় রাখিয়া প্রতিবছর নানা উদ্যোগ নেয় সরকার। সাধারণ মানুষের মধ্যে লিঙ্গ সচেতনতার বার্তা দিতেই মূলত এই দিনটি পালন করা হয়। এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আকছার কন্যাভ্রূণ হত্যা ঘটিতেছে। আবার কখনও পণের দাবিতে, তো কখনও আবার গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হইতেছে মেয়েরা। তাই দেশের মেয়েদের বাঁচাইতে কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু হইয়াছে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। এই প্রকল্পের হাত ধরে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন তাঁহারা। প্রতিবছরের মতো ২০২ ৫সালেও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হইবে এই বিশেষ দিনটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করিয়া মুখ্যমন্ত্রী -সকলেই কন্যাদের শুভেচ্ছা জানাইয়া বিশেষ বার্তা দেন সোশাল মিডিয়ায়। মেয়েদের পাশে রহিয়াছে সরকার, তাহাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নানা প্রকল্প রহিয়াছে- এমন বার্তা দিয়া থাকেন তাঁহারা। প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি ভারতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়। ভারতে কন্যা শিশুদের সমর্থন এবং বিভিন্ন সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই দিনটি উদযাপিত হয়। এই বিশেষ দিনটি মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ২০০৮ সালে, ভারত সরকার এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়াইয়া দেওয়ার উদ্যোগ শুরু করে। সমাজে মেয়েরা প্রতিমুহূর্তে যে লিঙ্গ বৈষম্যের মুখোমুখি হইতেছে সে সম্পর্কে সচেতনতা ছড়াইয়া দেওয়ার লক্ষ্যেই এটি শুরু করা হইয়াছিল। বেশ কয়েক বছর ধরিয়া, ভারত সরকার মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করিয়া তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়াছে। এই কারণে কন্যা শিশুদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়াও শুরু হইয়াছে। এর মধ্যে কয়েকটি উদ্যোগ হইল "বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও", ।ভারতীয় সমাজে ক্রমবর্ধমান কন্যা ভ্রূণহত্যা ও শিশু হত্যার কারণে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন শুরু হইয়াছিল।কন্যা ভ্রূণহত্যা নিয়ন্ত্রণে আনিতে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে।যাহাদের শিশু কন্যা আছে তাহাদের সরকার আর্থিক সহায়তা করিতেছে এবং মেয়েদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিবার কথাও ঘোষণা করিয়াছে।

এই দিবসটি পালনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইল, কন্যা শিশুদের অধিকার এবং তাহাদের শিক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো।এই দিনটির আরেকটি লক্ষ্য হইল, ভারতীয় সমাজে মেয়ে শিশুদের প্রতি অবিচারকে তুলিয়া ধরা এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রচার করা।যেহেতু মেয়েরা প্রায়ই ভ্রূণহত্যা, শিশু হত্যা বা যৌন নির্যাতনের মতো সমস্যার মধ্য দিয়া যায়, তাই এই দিনটিতে মেয়েদের সুরক্ষা এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতির দিকে আরও বেশি করিয়া ফোকাস করা হয়।কন্যা সন্তানের পক্ষে নেওয়া একাধিক উদ্যোগের কারণে, দেশে ধীরে ধীরে নারীশিক্ষা ও মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস

ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন

বিশেষ প্রতিবেদন।। প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি দিনটি ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ইংরেজ শাসনের থেকে স্বাধীনতা পায় ভারত। কিন্তু সে সময় ভারতের নিজস্ব কোনও স্থায়ী সংবিধান না থাকায় ব্রিটিশ সরকারের ১৯৩৫ সালের 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'-এর সংশোধিত সংস্করণ অনুযায়ী স্বাধীন ভারত শাসিত হত।

ক্রমশই ভারতের নিজস্ব সংবিধানের প্রয়োজন দেখা দিতে শুরু করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সংবিধান সভার ঘোষণা করা হয়। সংবিধান সভার সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। ড় বিআর আম্বেদকর, জওহরলাল নেহরু, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের নিয়ে সংবিধান সভা তৈরি করা হয়। ১৯৪৭ সালের ২৯ আগস্ট আম্বেদকরের নেতৃত্বে ভারতে স্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি খসড়া কমিটি গড়ে তোলা

হয়।এই বছরের ৪ নভেম্বর খসড়া কমিটি সংবিধান সভায় ভারতীয় সংবিধানের খসড়া জমা দেয়।

এর পরে দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে জনগণের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা ও নানা চিন্তাভাবনার পরে প্রস্তাবিত সংবিধানে কিছু সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধান সভায় শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানের খসড়া গৃহীত হয়।

সভার ৩০৮ জন সদস্য ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি সংবিধানের দু'টি হস্তলিখিত কপিতে সই করেন। এর একটি ছিল ইংরেজিতে ও অন্যটি হিন্দিতে। এর দু'দিন পর ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ভারত। ড় রাজেন্দ্র প্রসাদ হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

এটি যেমন একটি কারণ, তেমনই ২৬ জানুয়ারিকে গণতন্ত্র দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি ইতিহাস রয়েছে। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস অধিবেশনের ডাক দেওয়া হয়। এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। সেখানে ঘোষণা করা হয় ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারির মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা না দেয়, তাহলে ভারতের পূর্ণ স্বরাজ ঘোষণা করা হবে। সেই সময়সীমার মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেয়নি। ফলে কংগ্রেস ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের ঘোষণা করে সক্রিয় আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারির গুরুত্ব বজায় রাখতে, তাই ১৯৫০ সালে এ দিনই ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় ও এই দিনটি গণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে। প্রজাতন্ত্র দিবস নিয়ে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: ২৬ জানুয়ারি সকাল ১০টা ১৮ মিনিটে ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়। এদিন দিল্লিতে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। আট কিলোমিটারের কুচকাওয়াজ শুরু হয় রাইসিনা হিল থেকে। এর পরে রাজপথ, ইন্ডিয়া গেট হয়ে লালকেল্লায় এর শেষ হয়।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি কুচকাওয়াজ রাজপথের পরিবর্তে তৎকালীন ইর্ভিন স্টেডিয়াম (বর্তমানে ন্যাশনাল স্টেডিয়াম)-এ আয়োজিত হয়েছিল। তখন ইর্ভিন স্টেডিয়ামের চারদিকে দেওয়াল ছিল না ও সেখান থেকে লালকেল্লা পরিষ্কার দেখা যেত। জাতীয় সংগীতের সময়ে ২১টি তোপের সেলামি দেওয়া হয়। জাতীয় সংগীতের শুরু থেকেই এই সেলামি দেওয়া শুরু হয় ও ৫২ সেকেন্ডে জাতীয় সঙ্গীত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরও সমাপ্তি ঘটে। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে বিভিন্ন রাজ্যের ট্যাবলো অংশগ্রহণ করে। প্যারেডে অংশগ্রহণ করে ভারতীয় সেনা, নৌ ও বায়ুসেনা।

দেবী সরস্বতী কে ?

দিলীপ পাল

সরস্বতী পুজো নিয়ে আমাদের কত তোড়জোড়, একমাস আগে থেকেই নেমে পড়তাম বাস্তায় বিল বই নিয়ে, সাইকেল আরোহীকে সাইকেল থেকে নামিয়ে বলতাম, দাদা এবার একটু বেশি দিন, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চার আনা আদায় হতো। আবার অনেকে চাঁদা দিতো না, যারা দিতো না তাদের কপালে জুটতো অনেক দুর্ভোগ। সাইকেলের পিছনের চাকার হাওয়া খুলে দিয়ে পালিয়ে যেতাম, পড়াশুনা বন্ধ করে এইসব কাজে খুবই ব্যস্ত থাকতাম। এর জন্য গুরুজনদের কাছে যে কত বেত্রাঘাত সহ্য করেছি, তার হিসেবে নেই। অনেক সময় চাঁদা আদায় করতে গিয়ে মারপিঠও হয়েছে, তবে চার আনার বেশি কেউ দিতো না, থাকতাম একেবারে অঝ পাড়া-গাঁ। মাটির রাস্তা, এবড়ো-খেবড়ো, চারিদেক মাটির গন্ধ, সন্ধ্যাবেলায় ঝিঁঝিঁ পোকার সঙ্গীত সাধনা প্রতিদিন। নিঃস্তব্ধ রাত, সেই অন্ধকারে উত্তমদের মাটির বারান্দায় বসে কলকাতার কথা আলোচনা হতো। কলকাতার নাম শুনেছি সংবাদপত্রে। কলকাতার লোকেরা নামী মুগের সরস্বতী, শোলার সরস্বতী, চালের সরস্বতী আরো কত রকমের সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করত। মাটির বারান্দায় বসে পড়শুনা ফাঁকি দিয়ে আমাদের কতই না আলোচনা হত এইসব নিয়ে। সকালের পড়া ফাঁকি দিয়ে চাঁদা আদায় করতে খুবই বাল লাগত। একদিন বড়দা একখানা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে পরপর ক'ঘা বসিয়ে দিয়ে বলল, পুজো এখনও একমাস বাকি, যাও বই খুলে পড়তে বোসো। সেই মারার কথা আজও মনে আছে। যদি সরস্বতী পুজোর জন্য সময় নষ্ট না করে পড়াশোনা করতাম তাহলে আজ চটকলে জীবনকে বিপন্ন করতে হতো না। এবার আসা যাক, কেন এই সরস্বতী পুজো? কোথা থেকে এই পুজো হল? সুন্দর একটি শ্বেতবসনা প্রতিমা যার হাতে বীণা, পদতলে হংস ও পদ্ম, যে কোনও মানুষ এই প্রতিমা দেখলেই বলতে পারবেন এটি সরস্বতী ঠাকুর। এই সরস্বতী দেবী সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন তাঁর অবির্ভাবের রহস্য কী? খ্রিস্টপূব তিন হাজার বছরেরও অধিক বেদের জন্য হয়। বেদ কিন্তু সনাতন ধর্মের একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থ নয়, বেত একটি গ্রন্থাগার বললেও অত্যক্তি হবে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশ রচনা করা হয়েছে। তাই প্রকৃতবক্ষে বেদ সৃষ্টির নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করা উচিত নয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তবে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছরেরও পরে বেদের সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেক পণ্ডিতমশাই মনে করেন। বেদে কিন্তু সরস্বতী কথাটির উল্লেখ রয়েছে বিশেষভাবে। সায়নাচার্য তাঁর গ্রন্থে সরস্বতী কথাটি উল্লেখ করেছেন নদী হিসেবে। মহাভারতেও সরস্বতী তীর্থে মহাত্ম বর্ণনা করা হয়েছে। রাজা লো হর্ষণকে হত্যা করার পর প্রায়শ্চিত্ত করতে বলরামকে সরস্বতী তীর্থে যেতে হয়েছিল। আবার যাঁরা সরস্বতীর আরাধনা করেছেন, তারা বিদ্যা-জ্ঞান -অতুল বৈভবের অধিকারী হয়েছে, সন্তানহীনাকে দিয়েছেন সন্তান, কৃপণ ব্যক্তিকে করেছেন উদার, কৃষকদের দারা অন্ন উৎপাদন করার পথ দেখিয়েছেন। তিনি মানুষকে চেতনা দান করেছেন, আবার অকর্মণ্যকে তিনি বিনাশও করেছেন, কর্মযোগীকে দিয়েছেন কর্মের অনুপ্রেরণা, কৃষককে দিয়েছে শস্য উৎপাদনের অনুপ্রেরণা। কিন্তু এই সরস্বতী দেবী কে? তাঁর শরীরের কোনও বর্ণনা বেদেত নেই। নেই পদ্ম, নেই হংস, নেই কোন শ্বেতবসনা প্রতিমা। এই মূর্তির মধ্যে আমরা পেয়েছি সব সত্য, বেদে যেভাবে সরস্বতী সম্পর্কে বাল হয়েছে, এই সরস্বতী প্রতিমা তার ইঙ্গিতবহ। দুর্বল মানুষকে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য রাখার একটি অনুশাসন মাত্র।

নদী যেমন প্রসারশালিনী, উৎস তা পর্বত, সমুদ্র তার শেষ। সরস্বতীর উৎসও ঠিক পর্বত। অত্যন্ত গতিশীলা, সাহিত্য ছন্দের মতো গেলেদুলে গ্রাম-নগর-শহর অতিক্রম করে ছুটে চলেছে ছন্দ, সুর ও সঙ্গীত। ভাবুককে দিয়েছে চেতনা, জ্ঞান, তার জলধারায় প্লাবিত হয়েছে শস্যক্ষেত্র, কৃষক পেয়েছে শস্য, সহ সহস্র তার ভাষার মধ্যে মানব কল্যাণ কয়েছে। তাইতো ঋষিকূল ও বৈদিক আর্যগম সম্বোধন করেছেন সরস্বতীকে 'অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে', তারা সরস্বতী নদীকে দেবী হিসেবে পুজো করেছেন, বৈদিকোত্তর যুগে গঙ্গার যেমন মহাত্ম ছিল, বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর ঠিক কথা বার বার বলা হয়েছে নির্ঘন্টটির একটি অধ্যায়ে বাকদেবীর ৫৭টি নাম রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন নামে তিনি পুজিতা, এই বেগবতী নদীকে কেউ বলে মা সরস্বতী, কেউ বলেন সরস্বতী দেবী।

মানুষকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার বৈদিক ঋষিগণ শ্বেতবসনা মূতি রচনা করে হাতে দিলেন বীণা, ঢেউয়ের তালে তালে সুর, ছন্দ ও সঙ্গিতের সৃষ্টি হয়েছে, গংসের মধ্যে আনলেন প্রবাহ গীতি, আর পদ্ম তার সৃষ্টির উল্লাস। যে শ্বেতবসনা উজ্জল প্রতিমা আজ আমাদের সরস্বতী আসলে তিনি বৈদিক যুগের প্রাণদায়িনী-জীবনদায়িনী, বেগবতী নদী সরস্বতী, প্রকৃতির কারণে সেই সরস্বতী নদী আজ অধুনালুপ্ত হতে চলেছে। তবে মানুষের মনে তিনি দেবী হিসেবে বসে আশেন এবং থাকবেন। তাই তো 'অম্বিতম্বে নদীতমে দেবীতমে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের ছোঁয়া সরস্বতী পুজোতেও

সুকমল দালাল

মাঘ মাস এলেই সরস্বতী পুজোর দিন গোনা শুরু হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাজো সাজো রব দেখা যায়। আর সরস্বতী পুজো মানেই আমাদের সবার স্কুলবেলার দিনগুলিতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। এটাই ছিল ছাত্রছাত্রীদের প্রাণের উৎসব। সেই সময় এখনকার মতো সারাবছর পরীক্ষা হতো না। নতুন বছরের শুরুতে স্কুলের বাষিক ক্রীয়া প্রতিযোগিতা শেষ হতেই শুরু হয়ে যেত সরস্বতী পুজোর প্রস্তুতি। স্কুলের হলঘরে ছুটির পর রোজ একবার মিটিং হত। সিনিয়ররা স্কুলে পুজোর আসল দায়িত্ব পেত। ছোটরাও নানা কাজে সহযোগিতায় থাকতো। পরে জুনিয়ররার একসময় সিনিয়রদের হিসেবে দায়িত্ব সামলানোর সুযোগ আসতো। সে এক আলাদা আনন্দ ছিল। প্রতি ক্লাসে চাঁদা তোলা, ঠাকুর কিনতে যাওয়া, বাজার করা, অন্যান্য স্কুলে নিমন্ত্রণ পত্র দিতে যাওয়ার মজা ছিল। বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেই নিমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের হাতে তৈরি করা কার্ড এখন আর দেখা যায় না।

সরস্বতী পুজোর দিন স্কুলে যেন এক মহা আনন্দযজ্ঞ চলতো। সাদা, হলুদ বা বাসন্তী রঙের শাড়ি আর পাঞ্জাবির ভিড়ে ঠাসা স্কুলের প্রবেশ পথ। দেখলেই বোঝা যেত আজ সরস্বতী পুজো। এই একটা দিন ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। পুজোর দিন স্কুলের ইউনিফর্মের কোনো বালাই থাকতো না। সবাই রঙবেরঙের পোষাকে রঙিন হয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হত। ছাত্র শিক্ষক একত্রিত হয়ে ওইদিন একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ ছিল দেখার মতো। পুজোর পর খিচুড়ি, আলুর দম, চাটনী, কোনো বছর আবার লুচি,

আলুর দম, মিষ্টি ছাত্রছাত্রীদের ঢেলে খাওয়ানো হত। পাশের অন্যান্য গার্লস স্কুলে এই একটি দিনই প্রবেশের সুযোগ থাকত। ঠাকুর দেখার ছুতোতে প্রিয় বান্ধবীদের এক ঝলক দেখার আনন্দে মশগুল থাকত কত ছেলে। ছেলেরা ধুতি পাঞ্জাবি ও মেয়েরা শাড়ি পরতো। সরস্বতী পুজো থেকে অনেকের শাড়ি ও ধুতি পরার সূচনা হত। শীতের শুরু থেকে যারা কুল খাওয়ার লোভ সামলে এসেছে। কিন্তু ভল করেও কেউ কুলের স্বাদ নিতে রাজি নয়। কেননা তাহলে নাকি ঠাকুর রাগ করবে। দীর্ঘদিনের বিশ্বাস। পরীক্ষায় যাতে ফেল করতে না হয়, সে কারণে সরস্বতী পুজোর আগে কেউই কুল দাঁতে কাটত না। আর পুজো শেষ হতেই কুল খাওয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি চলত। তবে সেই ট্রাডিশন এখন কিছুটা দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ফেসবুকে মিমের আকারে ভাইরাল। পুজোর এই দুটো দিন বিশেষ করে দুর্বল বিষয়গুলির বই মায়ের পায়ে সমর্পন করা হত পাশ কারার আশায়। তারপর যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো শুরু হয়ে যেত। আজও এই দিনটিতে প্রিজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর অপেক্ষায় থাকে তরুণ প্রজন্ম। প্রথম বসন্তের অনুভূতি সরস্বতী পুজো মানেই বাঙালির 'অঘোষিত প্রেম দিবস'। আমাদের আগের প্রজন্মের অনেকে গল্প করেন যে সেই সময় সরস্বতী পুজোর পরে যুবক যুবতীদের কেউ কেউ লুকিয়ে যেতেন কোনও সিনেমা হলে নতুন কোনো সিনেমা একসঙ্গে দেখতে। তবে এখন তো শহর লাগোয়া মফস্বলে সিনেমা হল প্রায় উঠে গেছে। তাই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভিড় জমায় বড় মল, ডিস্কো থেক, বিভিন্ন পার্কে। স্কুলে পুজো চাড়া ঘরে ঘরে ও পাড়ায় পাড়ায় বাগদেবীর আরাধনায় মুখরিত হয়ে থাকত। সে সময় পাড়ার চেহারা বদলে যেত। পাড়ায় পুজোর চাঁদা তুলতে গিয়ে বড়োবা অনেকে 'সরস্বতী' বানান জিজ্ঞাসা করতো। ভুল বললই বিপদ। তবু শেষমেশ ভালো টাকা সংগ্রহ হত। মা-ঠাকুমাদের কাপড় ও বাঁশবাগান থেকে বাঁশ কেটে এনে মণ্ডপ তৈরি হত। অল্প দামের রঙিন কাগজের কারুকার্য থাকত চারিদিকে। তার মধ্যে মণ্ডপের মাঝখানে একটা উঁচু দেবীতে বীণা হাতে হংসের উপর বাদদেবী বিরাজ করতেন। চারিদিকে আলপনায় শোভিত, লাইটপোস্টে মাইকে বাজত নানারকম গান। সকাল থেকে সারাদিন পাড়ার ছেলেরা পুজোর প্রস্তুতিতে মশগুল হয়ে থাকত। আর এখন তো এক বছর আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় ক্লাব বা পুজো উদ্যোক্তাদের। থিমের পুজো এখন গ্রাস করেছে শহর থেকে মফঃস্বল। আর লাইটপোস্টে বাঁধা ছোট সাইন্ড বক্স বা মাইকের জায়গা নিয়েছে ডিজের মতো বহু সাউন্ড সিস্টেম। পুজোর দিন ভোরবেলায় ফুলচুরি করারা এক আনন্দ ছিল। এছাড়া ফল কিনতে গিয়ে দরাদরি। বাজারে নানারকম ফল ও সবজির সমারোহ। জোড়া কুল, জোড়া সিম, জোড়া মটরশুঁটি, মাছও সিজনোর নানা পদ পুজোর পরদিন খাওয়ার চল ছিল। এখনো গ্রামাঞ্চলে সিজনো খাওয়ার দারুন প্রস্তুতি দেখা যায়। সকাল হতে না হতে ভোর থেকে পাড়ার ক্লাব, রাস্তার মোড়ে প্যান্ডেলে তুমুল ব্যস্ততার ছবি দেখা যেত। চারদিক থেকেভেসে আসত পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র-'বাণী রঞ্জিত পুস্তক, হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে' পুরোহিতের হাত ধকে প্রথম হাতেখড়ি সম্পন্ন হত ছোটোদের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির হাত ধরে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। গ্রাম থেকে শহরে তেমনি পরিবর্তন ছোঁয়া লেগেছে বিভিন্ন পুজোতে। সেকালের পুজোতে ছিল আড়ম্বরহীন আনন্দ, কিন্তু একালে পুজো যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ। এখন আনন্দের সুরটা কিছুটা ভিন্ন। যাই হোক না কেন শীতের হাওয়া গায়ে লাগলেই প্রতি বছর একটু একটু করে তৈরি হয় ভিন্ন পুজো প্ল্যান। বছরে ঠিক এই সময়ে বিদ্যাদেবীর কৃপা লাভের জন্য উৎসুক হয়ে থাকে সারা বিশ্ব। দু'দিনের জন্য পড়াশুনোর পাঠ বন্ধ রেখে অনাবিল আনন্দে মেতে উঠে পড়ুয়ারা। এই সময় থেকেই তরুণ প্রজন্ম খুঁজতে থাকে মনের মানুষকে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

চুরি যাওয়া একটি বাইক সহ চোরকে আটক করে পূর্ব থানার পুলিশ।

অভ্যন্তরীণ নৌপথ উন্নয়ন পরিষদের ৩য় বৈঠক আজ

কোচি : ২৪ জানুয়ারি : অভ্যন্তরীণ নৌপথ উন্নয়ন পরিষদ ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের তৃতীয় বৈঠক আগামী ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ কেরালার কোচিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণে সাফল্যগুলো তুলে ধরা এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করা।

দিনব্যাপী এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। এতে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরসহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করবেন।

বৈঠক চলাকালীন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণের উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগের সূচনা করবেন। তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে একাধিক স্টেট সাপোর্ট অ্যাগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আই ডব্লিউ টি প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, ভারতে অভ্যন্তরীণ নৌপথের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতি বছর ১৪৫ মিলিয়নেরও বেশি টন পণ্য পরিবহণ করা হয়। এটি জ্বালানি-সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। অভ্যন্তরীণ নৌপথ রেল ও সড়ক পরিবহণের উপর চাপ কমায় এবং রোল-অন রোল-অফ যানবাহন পরিবহণ ও নদীভিত্তিক ক্রুজ পর্যটনের মতো উদ্যোগকে উৎসাহিত করে। দেশের মোট ১১১টি জাতীয় নৌপথের মধ্যে, যা ২৩টি রাজ্য ও ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিস্তৃত, বর্তমানে ৩২টি নৌপথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য বাজারে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার নতুন সামগ্রী

আগরতলা : ২৪ জানুয়ারি : আজকের দিনে দেরিতে ঘুমানো রাত জাগা, উচ্চ মাত্রার স্ট্রেস এবং পুষ্টিহীন খাদ্যাভ্যাসের যুগে, এমনকি সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর চুল, ত্বক এমনকি নখও তাদের প্রাণবন্ততা হারাতে পারে। ভেতর থেকে সৌন্দর্য সমাধানের প্রতি গ্রাহকদের আগ্রহ বাড়তে থাকায়, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সহায়তাকারী শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া লঞ্চ করেছে 'নিউট্রিলাইট বায়োটিন সি প্লাস (জিঙ্ক ক্যারোটিনসহ) একটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রণীত নিউট্রাসিউটিক্যাল, যাতে ভেতর থেকে চুল, ত্বক ও নখের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়ক উপাদান রয়েছে। "বিয়ন্ড বায়োটিন" ফর্মুলেশন হিসেবে অবস্থান করা এই পণ্যটি একক উপাদানভিত্তিক সাপ্লিমেন্টের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে তিনটি অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদান বায়োটিন, ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক-এর প্রস্তাবিত দৈনিক গ্রহণমাত্রা ১০০ শতাংশ সরবরাহ করে, পাশাপাশি এতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক পুষ্টি ও উদ্ভিদ-ভিত্তিক সুস্থতার ওপর অ্যামওয়ে-এর গুরুত্ব আরও জোরদার হয়। নিউট্রিলাইট ৯০ বছরেরও বেশি পুষ্টিবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি এই পণ্যটি প্রস্তাবিত দৈনিক গ্রহণমাত্রা এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলিকে একত্রিত করেছে, যা প্রতিদিনের পুষ্টির ওপর অ্যামওয়ে-এর ফোকাসকে আরও দৃঢ় করে। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার এই নতুন সামগ্রী লঞ্চ উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর রজনীশ চোপড়া বলেন, নিউট্রিলাইট বায়োটিন সি প্লাস (বিটা ক্যারোটিনসহ) লঞ্চ করার মাধ্যমে "ভেতর থেকে সৌন্দর্য" পুষ্টি পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করছি একটি সমন্বিত, বিয়ন্ড-বায়োটিন ফর্মুলেশন উপস্থাপন করে, যা দৈনন্দিন সুস্থতার চাহিদা পূরণে সহায়তা করে।

বায়োটিন চুলের বৃদ্ধি ও ফলিকলের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। জিঙ্ক নখকে মজবুত ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে, পাশাপাশি ত্বকের স্বাস্থ্যেরও সমর্থন করে। ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে কোষকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সুরক্ষা প্রদান করে। এই ফর্মুলেশনকে আরও সমৃদ্ধ করেছে বিটা ক্যারোটিন-শৈবাল থেকে প্রাপ্ত, যা প্রকৃতির অন্যতম সমৃদ্ধ উদ্ভিদজাত উৎস। এটি সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে, ইউ ভি রশ্মির প্রভাব কমাতে সহায়তা করে এবং ইউ ভি জনিত এরিথেমা (ত্বকের লালভাব) থেকে ফটোপ্রোটেকশন প্রদান করে। ১৮ বছর ও তদূর্ধ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নকশা করা নিউট্রিলাইট আই এম বায়োটিন প্লাস (জিঙ্ক ও বিটা ক্যারোটিনসহ) একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অংশ হিসেবে প্রতিদিন একটি ট্যাবলেট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত।

ঝাড়খণ্ডে সন্ত্রাসবাদী দমন অভিযানে মৃত্যু ১৭, সান্দ্রা বনাঞ্চলে এনকাউন্টার অব্যাহত

নয়া দিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার সান্দ্রা বনাঞ্চলে চলমান মাওবাদী বিরোধী অভিযানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭-এ পৌঁছেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত রাতে এই তথ্য পাওয়া গেছে। নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলিবিনিময় এখনও চলমান, এবং বেশ কিছু শীর্ষ মাওবাদী নেতা এখনও সান্দ্রা অঞ্চলে আটকা পড়েছেন বলে জানা গেছে। পশ্চিম সিংভূম জেলার পুলিশ সুপার অমিত রেনু অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স এর সদস্যরা।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকাল থেকে সান্দ্রা বনে চলতে থাকা অনুসন্ধান অভিযানে আরও দুই মাওবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, যার ফলে এই বড় মাওবাদী দমন অভিযানে মৃতের সংখ্যা ১৭ তে পৌঁছেছে।

এটি ঘটেছে একদিন পর, যখন ১৫ জন মাওবাদী, এর মধ্যে শীর্ষ সেন্ট্রাল কমিটি সদস্য পত্রিড়াম মঞ্জি (আনল দা) সহ নিহত হন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তীব্র গুলিবিনিময়ের সময় পশ্চিম সিংভূম জেলার গভীর বনের এলাকায়।

অপারেশন মেঘবুরু নামে পরিচিত এই দুই দিনের সংঘর্ষ বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হয়, যখন ২০৯ কোবরা ব্যাটালিয়ন, ঝাড়খণ্ড জাগুয়ার এবং জেলা পুলিশের একটি যৌথ দল কুম্ভধি গ্রামের কাছে মাওবাদী বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়।

শুক্রবার পর্যন্ত মাঝে মাঝে গুলিবিনিময় চলতে থাকে, এবং নিরাপত্তা বাহিনী কঠিন এলাকা জুড়ে অনুসন্ধান অভিযান পরিচালনা করে।

আনল দা, যার মাথার দাম ছিল ২.৩৫ কোটি টাকা, ১৪৯টি অপরাধ মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯৮৭ সাল থেকে মাওবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তার ওপর এই পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ঝাড়খণ্ডের পক্ষ থেকে ১ কোটি, ওড়িশার পক্ষ থেকে ১.২ কোটি, এবং জাতীয় তদন্ত সংস্থার পক্ষ থেকে ১৫ লাখ টাকা।

অপারেশনে নিহতদের মধ্যে পাঁচজন নারী ছিলেন এবং অন্যান্য শীর্ষ মাওবাদী কমান্ডারদের মধ্যে বিহার-ঝাড়খণ্ড বিশেষ অঞ্চলের সদস্য অণমল (সুশান্ত)ও নিহত হন। সিআরপিএফ এর ইন্সপেক্টর জেনারেল সাকেত কুমার সিংহ এই অভিযানকে মাওবাদী কার্যক্রমের উপর একটি সিদ্ধান্তমূলক আঘাত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ধারণা, ঝাড়খণ্ডে বর্তমানে সক্রিয় মাওবাদী বাহিনীর সংখ্যা ৫০ থেকে ৬০ জনের মধ্যে কমে গেছে।

প্রায় ১,৫০০ নিরাপত্তা কর্মী এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন, যা কেন্দ্রের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশের সব জায়গা থেকে বামপন্থী সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড নির্মূল করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই অভিযানটি একটি উচ্চ পর্যায়ের কৌশলগত বৈঠকের পর শুরু হয়, যেখানে সিআরপিএফ এর ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ চাইবসায় উপস্থিত হয়ে সান্দ্রা অঞ্চলে আনল দার উপস্থিতির বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন।

নিরাপত্তা বাহিনী সংঘর্ষস্থল থেকে এক বড় মাপের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে।

ঝাড়খণ্ডের সান্দ্রা ও কলহান অঞ্চলগুলো মাওবাদী শক্তির শেষ আস্তানা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, এবং কর্তৃপক্ষ জাতীয় লক্ষ্য পূরণে আশাবাদী, যা হচ্ছে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মাওবাদী মুক্ত করা।

মণিপুরের সীমান্ত শহর মোরে থেকে জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্টের এক সক্রিয় সদস্য আটক

ইম্ফল, ২৪ জানুয়ারি: মণিপুরের টেংনৌপাল জেলার সংবেদনশীল সীমান্ত শহর মোরে থেকে জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট অফ মণিপুর-এর এক সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

আটককৃত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছেন ওয়াইকোম আথৈ আলিয়াস সিদাবা (২৮) নামে, যিনি ইম্ফল পূর্ব জেলার হেইংগাং থানার খাবাম লামখাই এলাকার বাসিন্দা। তাকে মোরের পাংগাল বস্তি থেকে, সীমান্ত স্তম্ভ নং ৭৯-এর কাছ থেকে আটক করা হয়, যা মোরে পুলিশ স্টেশনের আওতাধীন। এই অভিযানটি নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছিল। অপারেশনের সময়, নিরাপত্তা বাহিনী তার কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্র এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করে, যা সীমান্ত এলাকা ও তার আশপাশে সক্রিয় সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা সৃষ্ট অব্যাহত হুমকির ইঙ্গিত দেয়।উদ্ধার করা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি ৯ মিমি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ৩০ রাউন্ড জীবন্ত ৯ মিমি গোলাবারুদ, একটি গোলাবারুদ পাউচ, একটি মোবাইল ফোন সিমকার্ডসহ, একটি হাতঘড়ি এবং একটি টর্চলাইট। নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, আরও তদন্ত চলছে যাতে আটককৃত সদস্যের নেটওয়ার্ক, তার কার্যক্রম এবং সীমান্তপারের সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়।

মহারাজগঞ্জ বাজারে নেতাজীর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ রাজ্যপালের

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি :স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল পথিকৃৎ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মদিবস উপলক্ষে মহারাজগঞ্জ বাজারে গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে এক শ্রদ্ধাঞ্জাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নেতাজী জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি, ত্রিপুরার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পাশাপাশি তাঁর বীরত্বপূর্ণ জীবন, আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অনন্য অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন এমন একজন নেতা যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর আদর্শ ও দেশপ্রেম আজও দেশের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। এই শ্রদ্ধাঞ্জাপন অনুষ্ঠানে নেতাজী জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা, বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

"আমরা সবাই দলের আদর্শ অনুসরণ করি": বিজেপির অভিযোগে দেবব্রত সাইকিয়ার প্রতিক্রিয়া

গুয়াহাটী, ২৪ জানুয়ারি: আসাম বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা দেবব্রত সাইকিয়া বিজেপির পক্ষ থেকে তোলা অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে তাকে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার আগে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমতি নিতে বলা হয়েছে। সাইকিয়া স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, কংগ্রেসের সকল নেতা দলীয় আদর্শ ও অভ্যন্তরীণ নীতিমালা অনুসরণ করেন, এবং বিজেপির অভিযোগকে একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা সামনে রেখে বিভ্রান্তি তৈরির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

এই বিতর্কটি তখনই মাথাচাড়া দেয় যখন বিজেপি মুখপাত্র সঞ্জিব শর্মা ২৩ জানুয়ারি দাবি করেন যে সাইকিয়াকে ধুবরি সংসদ সদস্য রকিবুল হোসেনের লিখিত অনুমতির আগে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এই অভিযোগটি গত কয়েকদিন ধরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষত যখন আসামের শীর্ষ কংগ্রেস নেতারা দিল্লিতে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেন।

নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে সাইকিয়া সাংবাদিকদের বলেন, 'দলের শৃঙ্খলা মানা একটি সমষ্টিগত দায়িত্ব, যা দলের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা নয়। আমরা সবাই দলের আদর্শ ও নীতির সাথে মিল রেখে কথা বলি, এবং এটা আমার উপরও প্রযোজ্য, যেমন রকিবুল হোসেনের উপর। দলের প্রতিটি সদস্য একসাথে একই নীতিমালা অনুসরণ করে।'

বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে কংগ্রেস নেতা সাইকিয়া অভিযোগ করেন যে, বিজেপি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভোট কেন্দ্রীক রাজনীতি করছে। তিনি দাবি করেন যে, বিজেপি নেতারা সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে ফেলার জন্য চেষ্টা করছেন।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বড় নিরাপত্তা সতর্কতা

গুয়াহাটী, ২৪ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে এক বড় নিরাপত্তা সতর্কতার মধ্যে আসামের সীমান্ত জেলা শ্রীভূমির বদরপুর রেলস্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে, যার ফলে রেলপথে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এ ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে, জানান সরকারি কর্মকর্তারা।

সরকারি রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) নিয়মিত নিরাপত্তা চেকিংয়ের সময় বদরপুর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এ এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে চলতে দেখতে পায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয় এবং বিস্ফোরক উদ্ধার হয়।

আটক ব্যক্তির পরিচয় আব্দুল রাহিম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যিনি শ্রীভূমি জেলার নিলামবাজার থানার বাসিন্দা। তল্লাশির সময় তার কাছ থেকে প্রায় ১০,০০০ বিস্ফোরক ডিটোনেটর উদ্ধার করা হয়, যা বিশেষ করে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বড় ধরনের নিরাপত্তা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

ট্রাম্পের দাবি ঘিরে বিতর্ক: আফগানিস্তানে ন্যাটো কি সত্যিই ফ্রন্টলাইনে ছিল না? তথ্য বলছে ভিন্ন কথা

ওয়াশিংটন/লন্ডন, ২৪ জানুয়ারী: আফগানিস্তানে ২০ বছরের যুদ্ধে ন্যাটো বাহিনী সামনের সারিতে লড়াই করেনিমার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই মন্তব্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে ইউরোপীয় সেনা ভেটেরান, নিহত সেনাদের পরিবার এবং মার্কিন মিত্রদেশগুলোর মধ্যে। তবে যুদ্ধের পরিসংখ্যান ও নথিভুক্ত তথ্য ট্রাম্পের বক্তব্যকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।

একজন ব্রিটিশ সেনার মা, যিনি আফগানিস্তানে প্রাণ হারানো সর্বকনিষ্ঠ ব্রিটিশ সৈনিকের অভিভাবক, বলেন, "আমার ছেলে মাত্র ১৮ বছর বয়সে সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে গিয়ে বিস্ফোরণে মারা যায়।" তাঁর মতো শতাধিক পরিবার ও সাবেক সেনা ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন।

ট্রাম্প দাবি করেন, ন্যাটো দেশগুলো খুব বেশি কিছু করেনি এবং যারা সৈন্য পাঠিয়েছিল, তারাও "ফ্রন্ট লাইনের একটু পেছনে" ছিল। তাঁর এই বক্তব্য এমন সময় এসেছে, যখন গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়েন চলছেযা পরিস্থিতিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলেছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর প্রথমবারের মতো ন্যাটোর আর্টিকেল ৫ প্রয়োগ করা হয়যেখানে বলা হয়েছে, এক সদস্যের ওপর হামলা মানে সবার ওপর হামলা। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো জোট আফগানিস্তানে অভিযান শুরু করে।

২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিক কমব্যাট মিশন শেষ হলেও তার আগে ও পরে বহু বছর ন্যাটো বাহিনী মার্কিন সেনাদের সঙ্গে যৌথভাবে যুদ্ধ চালায়। সৈন্যসংখ্যা ও হতাহতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১১ সালে আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর সংখ্যা সর্বোচ্চ প্রায় ১,৪০,০০০-এ পৌঁছায়। ২০ বছরে মোট প্রায় ৩, ৫০০ বিদেশি সেনা নিহত হন। যুক্তরাষ্ট্র হারায় ২,৪৫৬ সেনা। যুক্তরাজ্য হারায় ৪৫৭ সেনা।

জনসংখ্যার অনুপাতে ক্ষয়ক্ষতি বিচার করলে ছোট ইউরোপীয় দেশগুলোর ত্যাগ আরও স্পষ্ট: ডেনমার্ক (জনসংখ্যা অনেক কম) হারায় প্রায় ৫০ সেনাযা জনসংখ্যার অনুপাতে মার্কিন ক্ষয়ক্ষতির কাছাকাছি। কানাডা-১৫৯, ফ্রান্স-৯০, জার্মানি- ৬২, ইতালি-৫৩, পোল্যান্ড-৪৪। এছাড়া এস্তোনিয়া, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, চেক প্রজাতন্ত্র, রোমানিয়া সহ আরও কয়েকটি দেশও উল্লেখযোগ্য

AFFIDAVIT

I KHURSHAD AHAMED, S/o. Humayun Kabir, residence of Uttar Kalamchowra, P.O-Kalamcherra, P.S. Kalamchowra, Dist-Sepahijala, Tripura, aged about- 28 years, by profession-Business, by religion - Muslim, Indian citizen, do hereby solemnly declare and affirm as follows:-

1) That, my son's actual name and surname is 'IBRAHIM AHAMED'.

2) That, my son born on 03/12/2020 at IGM Hospital, Agartala and one Birth Certificate was issued in favour of his name vide Regd. No. B-2020:16-90001-005985, dated 07/12/2020, in which my son's name has been recorded as 'IBRAHIM' in place of 'IBRAHIM AHAMED'.

31

That, my minor son 'IBRAHIM AHAMED" & "IBRAHIM", is one and same male person.

That, I am swearing this affidavit before the competent authority for the purpose of correction of my son's name in the said Birth Certificate.""

These are true to my knowledge.

In acknowledgement whereof I swear this affidavit today the 5th day of Nov 2025 A.D, before the Notary Public, Agartala, Tripura (West).

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

Public Health Mission

City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)

Phone : 0381-2385507

F.120/PH/CH/AMC/2025/10599-603 Date : 22/01/2026

Press Notice Inviting Tender

AMC Invites e-Tender from reputed and experienced Company, Partnership Firm, LLP, Society, or Proprietorship Firm for followings :

Sl No.	Name of the Job	Publishing Date	Bid Submission start date	Last Date of the Submission	Technical Bid Opending Time	Tender Value yearly	Application Fees	EMD	Details are available
1.	"Procurement of Hardware for Urban CHC under AMC" DNIT No: 01/PH/AMC/2025-2026	30-01-2026 At 15.00 Hrs.	30-01-2026 At 15.30 Hrs.	07-02-2026 At 15.00 Hrs.	07-02-2026 At 15.30 Hrs.	Rs.27.60 Lakhs	Rs. 1,000/- (One Thousand) only	Rs.50,000/- (Fifty Thousand) only	https://tripuratenders.gov.in and www.agartalacity.tripura. gov.in

Tender is to be submit online through https://tripuratenders.gov.in

Sd/-Illegible
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

WALK-IN-INTERVIEW

In reference to the Memo. No. F.46(63)-ICDS/SWE/2023/6757(28), Dated- 17/01/2024, setting up of AWCS in PVTG Habitations as part of PM JANMAN of the State of Tripura has been approved and sanctioned under The Ministry of Women & Child Development, Govt. of India, Vide the letter No.11/13/2023-CD-1, dated, 5th January, 2024.

In this connection, the interested eligible female candidates may attend the WALK-IN-INTERVIEW to be held on 18.02.2026 at 10.30 A.M (Wednesday) sharp in the office of the Child Development Project Officer, Ompi ICDS Project, Gomati, Tripura along with filled in bio-data in the prescribed format given below and with all necessary documents (Self attested Xerox copy & original) and 2 (two) copies of recent passport size photographs for selection of Non- permanent engagement in the vacant posts of Anganwadi Workers & Anganwadi Helpers for the following Anganwadi Centres under Ompi ICDS Project on no-work-no-honorarium basis. Details of Vacancy in Anganwadi Centres:-

S. No	Name of AWC	Name of VC	Type of Vacancy AWW/AWH	
			AWW	AWH
1	Rangjaha Para AWC	Ekjanchhara	01	01
2	Tangpaiya Para AWC	Ekjancharra	01	01
3	Satarai Para AWC	Ompicharra	01	01
4	Laxminder Para AWC	Ompicharra	01	01
5	New Konaram Para AWC	Gamaichara	01	01
6	West Hajaram Para AWC	Purba Taichlong	01	01
7	Dilliram Para-2 AWC	Purba Taichlong	01	01
8	Bata Para - 2 AWC	Purba Taichlong	01	01

For more details please contact to the office of the CDPO, Ompi ICDS Project, Amarpur, Gomati Tripura
ICA|D|1858/26

Office of the Child Development Project Officer Ompi ICDS Project, Gomati Tripura

সরস্বতী পূজার দিনে আগরতলা ওমেন কলেজে চলে দেবী বন্দনা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অন্ত্রের জন্য ব্রকলি প্রয়োজনীয়তা

যদিও এখনও গবেষণার পর্যায় আছে. তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ব্রকলির নির্যাস থেকে বানানো প্রোবায়োটিক কোলেরেক্টাল কোষ ধ্বংস করতে পারে। আর এই গবেষণাটি চালিয়েছে ন্যাশ সিঙ্গাপুরের গবেষকরা। তারা ব্রকলির নির্যাস ও জল সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে একটি প্রোবায়োটিক তৈরি করেন। এই মিশ্রণটি এটি পাত্রের ৯৫ শতাংশের বেশি কোলেরেক্টারাল ক্যান্সারের ধ্বংস করে। মল নালি থেকে মলাশয় পর্যন্ত যদি ক্যান্সার হয়, তকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলা হয়। যদিও এই ধরনের ক্যান্সার হলে প্রথম পর্যায় পাচ বছর পর্যন্ত বেচে থাকার হার বেশি। তবে পরবর্তী পর্যায়ে বেচে থাকা ও পুনরায় এই ক্যান্সারে হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের অবস্থান তৃতীয়। ফুসফুস ও মূত্রথলির ক্যান্সারের পরেই এর অবস্থান। ব্রকলির নির্যাস থেকে তৈরি এই প্রোবয়েটিক ইদুরের উপর প্রয়োগ করে গবেষকরা দেখতে পান, শুধু ক্যান্সারের কোষই নয়, টিউমারের সংখ্যাও কমাতে পারে ৭৫ শতাংশ। তবে এই মিশ্রণ অন্যান্য কান্সার কোষ যেমন, স্তন ও পাকস্থলির উপর কোনো প্রবাব রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রধান গবেষক চু লুং হো বলেন, একদিন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা বা অপারেশনের পরে এর পুনরাবৃত্তি কমাতে এই প্রোবায়োটিক ব্রকলির সঙ্গে সম্পূরক হিসেবে গ্রহণ করবেন।

দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় থাকা জিনিসগুলিই ডেকে আনতে পারে ক্যান্সার

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করে ক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়---

১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্দি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই ।তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু।

২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের। গোটা দিনটাই তারা এগুলোর উপর কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, মাইক্রোওয়েভে তৈরি করা পপকর্ণ শরীরে পারফ্লুওরকট্যানোইক অ্যাসিড তৈরি করে। আর এই অ্যাসিড অতি সহজেই ক্যানসারের তৈরির কারণ।

৩) রিফাইন্ড ময়দা ঃ প্যাকেটজাত ময়দা বা আটাও রয়েছে এই তালিকায়। প্রাচীনকালে বাড়িতে মা ঠাকুরদা গম কিনে কলোটা তৈরি করে আনতেন। আর এখন চটজলদি কাজের জন্য মিলছে প্যাকেট করা রিফাইন্ড আটা বা ময়দা। চিকিৎসকরা বলছেন এই আটা ময়দায় থাকে ক্লোরিন গ্যাস। আর তা থেকেই শরীরে তৈরি হতে পারে ক্যান্সার।

৪) রিফাইন্ড চিনি: রি ফাইন্ড চিনি। এটি শরীরে নানা ধরনের রোগ তৈরি করার অন্যতম একটি উপাদান বলেমনে করেন চিকিৎসকরা। শরীরে জীবন্ত সেল অতি সহজেই নষ্ট করে দিতে পারে এই চিনি। আর তার ফলেই দেখা দিতে পারে ক্যান্সার। শুধু রিফাইন্ড চিনিই নয়, এই তালিকা রয়েছে রিফাইন্ড নবল ও রিফাইন্ড তেলও। এগুলি প্রতিটিই শরীরে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে আর তাথেকেই ক্যানসারের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

৫) চাষ করা মাছ: যে সব মাছ পুকুরে বা ভেরিতে চাষ করা হয়, সেই মাছ খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। মাছ আকারে বড় করতে এবং সুস্থরাখতে সেখানে দেওয়াবিভিন্ন ধরনের ওষুধ। আর এই ওষুধ থেকেই মানুষের শরীরে তৈরি হয় রোগ। বাসা বাধছে ক্যানসারের মতো রোগও।

৬) কোল্ডড্রিঙ্ক ঃ বাজারে পাওয়াযায় বিভিন্ন ধরনের সফ্ট ড্রিঙ্ক। গরমে তেষ্টা মেটাতেই হোক বা ফাস ফুডের সঙ্গেই হোক ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই সফ্ট ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন। অথচ, চিকিৎসকদের মতে এই সব ড্রিঙ্ক-এ থাকে মারাত্মক ক্ষতিকারক সোডা। আর তা থেকেই ক্যানসারের মতো মারণ ব্যাধি বাসা বাধতে পারে শরীরে। শুধু সফ্ট ড্রিঙ্কই য়, নিষেধের তালিকায় রয়েছে কার্বাইড দিয়ে পাকানো বিভিন্ন ফলও। এই কার্বাইড থেকেই মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক।

৭) প্যাকেটজাত আলুভাজা ঃ প্যাকেটজাত আলুভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গেই হোক বা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে দেখতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-এর কামড় ও সফ্ট ড্রিঙ্কে চুমুম দিতে সকলেরই বেশ লাগে। কিন্তু, এই কামড় ও চুমুকই আপনার শরীরে ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগকে। আপনার অজান্তেই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যু মুখে। এর থেকে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে ক্ষতিকারক অ্যাক্রিলামাইড অ্যাসিড।

নারী-পুরুষ মস্তিষ্কের ভিন্নতা

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকি। অনেক সময় মতের বিল হয় না। বিশেষত লিঙ্গ প্রশ্ন এলে। এর কারণ উঠে এসেছে সম্প্রতি একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় থাকে। বিষয়টা এমন নয়- নারী বা পুরুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না।

এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ স্বত্তাধিকারী এবং স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকের মতে, বরং তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আছে।

অতীতের গবেষণায় নারী পুরুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও, নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যখন নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে সমস্যা সমাধান করতে যান তাদের কৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকে। একজন পুরুষ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে, কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যকল্পনা তৈরি করে। অন্যদিকে নারীরা সমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে সমাধান করে এবং তুলনা করে। নারীরা সূত্রের ব্যবহারও বেশি করে থাকে। একজন পুরুষ

কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে গাণিতিক নমুনা নির্ধারণ কর ভেন চিত্র তৈরি করে। রেইস এবং তার সহকর্মীরা মোট ২২ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করেন নারী এবং পুরুষের চিন্তর পার্থক্য খুঁজে বের করতে। তারা বলেন, 'নারী এবং পুরুষের চিন্তায় যে পার্থক্য এটা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নানা দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক'। দলবদ্ধ হয় কাজ করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, বিশেষ শিশুরা যাদের সামাজিক আচরণগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরও বড় আকারে এই গবেষণা চালানো হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশুরা জন্ম নে, তারা হতাশ, উদ্বিগ্নতাসহ নানা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আরও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে, তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যাবে, যোগ করেন রেইস।

চোখের যত্নের নেওয়ার উপায়

চোখের যত্ন নেয়া আলাদা ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দিন দিন কম্পিউটারে বসে কাজ বাড়ছে। না হলেও চোখ আটকে থাকছে স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে। এর মধ্যে একটু বিশেষ ভাবে যত্ন না নিলে, সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

কীভাবে নেয়া যাবে যত্ন?

* বারবার জল খেতে হবে। শরীরে জলর মাত্রা যত বেশি থাকবে, চোখ তত ভাল থাকবে। অনেকক্ষণ চোখের কাজ করলে, মাঝেমধ্যে জল দিয়ে চোখ-মুখ ধুইয়ে নেয়াও ভালো।

* অতিরিক্ত রোদের মধ্যে বেরোনো চোখের জন্য ভালো নয়। সূর্যের আলো সরাসরি যাতে চোখে বেশিক্ষণ না পড়ে, তার জন্য কালো চশমা পরে নেয়া যায়। তবে সে যে কোনো কালো চশমা নয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তা কিনতে হবে।

* এখন সর্বক্ষণ হয় ফোন, নয় টিভি বা কম্পিউটারের পর্দায় চোখ থাকে অধিকাংশের। কিন্তু সেই অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে চোখের কথা ভেবে। না হলে চোখ শুকিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যদি টানা কম্পিউটারে কাজ করতে হয়, তবে পর্দার সঙ্গে চোখের যেন থাকে যথেষ্ট দূরত্ব।

ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে ছোটবেলার সেই দুর্গাপুজোর স্মৃতি এখনও টাটকা

সৃজিতের সঙ্গে বিয়ের পর থেকে মেয়েকে নিয়ে কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে বাস। বিয়ের প্রথমবছর (২০২০) প্রথবার কলকাতার পুজো দেখেন। কলকাতার পুজোর জাঁকজমক, পুজোর সাজ, প্যান্ডেল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

তবে এবার আর পুজোতে কলকাতায় থাকা হচ্ছে না মিথিলার। মেয়েকে নিয়ে পুজোটা কাটবে বাংলাদেশে। এবার পুজোর প্ল্যান ঔত্রত্র ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী, সমাজকর্মী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। সঙ্গে তাঁর স্মৃতির পাতা থেকে উঠে এল ছোটবেলার পুজোর কিছু স্মৃতি। মিথিলা বলেন, ''এবার পুজোয় ঢাকায় থাকব। সপ্তমীর দিনই ঢাকায় চলে যাব। আইরার স্কুল ছুটি থাকবে। আর ওর স্কুল ছুটি থাকলে আমি ঢাকায় চলে যাওয়ারই চেষ্টা করি। ওখানে আমার বাবা-মা পরিবারের সঙ্গেই পুজোটা সেলিব্রেট করব। ঢাকাতেও পুজোটা বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবেই হয়। ওখানেও আমরা প্যান্ডেলে যাই, বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া সবই হয়। আর সৃজিত এমনিতেই পুজোটা কলকাতায় থাকবে না। ও শিলং থেকে ফিরবে, তারপর আবার মুম্বই চলে যাবে। পুজোর সময় আমি আমার প্রিয় জামদানি শাড়ি কেনার চেষ্টা করি, আর সেটা আমি বাংলাদেশ থেকেই কিনি। এবারও অর্ডার করা আছে, ঢাকায় গেলে ওটা পেয়ে যাব। আর সৃজিতের জন্য এখনও কিছু কেনাকাটা করে উঠতে পারিনি। আমার শাশুড়ি, ননদ, আইরা এবং পরিবারের সবার জন্যই কেনাকাটা করব। আর এই সপ্তাহেই করব। আসলে আমিও আফ্রিকায় ছিলাম, কিছুদিন আগেই ফিরেছি। তাই সব মিলিয়ে কেনাকাটা কিছু হয়নি।''

মিথিলার জানান, দুর্গাপুজোর সঙ্গে তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাঁর কথায়, ''বাংলাদেশে বড় করেই পুজো হয়। ওখানে আমাদের পাড়াতেই পুজো হত। ছোটবেলায় আমি যে পাড়ায় থাকতাম, সেখানে সিদ্ধেশরী কালীমন্দির আছে। ঢাকার ওই এলাকাটার নামই সিদ্ধেশরী। পুজোর সময় প্রতিবার সেখানে মেলা হত, সেখানে গিয়ে চুড়ি, টিপ এটা ওটা সেটা কিনতাম। খেলনা কিনতাম। পুজোর ঢাকে কাঠি পড়লেই গোটা পাড়ায় উতবের চেহারা নিত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঢাকের আওয়াজে সরগরম। ঠাকুর দেখা ছাড়াও খাওয়া-দাওয়ার বিশাল আয়োজন হত। দুর্গাপুজোর সেইসব স্মৃতি আমার কাছে জ্বলজ্বল করে রয়েছে।''

যেসব ভুলে দ্রুত চুল পাকে

বয়স বাড়তেই চুল সাদা হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও কমবয়সে চুল পেকে যাওয়ার কারণ কিন্তু বিপজ্জনক। মূলত ভুল জীবনধারা ও বদভ্যাসের কারণেই অকালে চুল পেকে যায়। বিশেষজ্ঞরা অকালে চুল পেকে যাওয়ার কিছু কারণ দেখিয়েছেন:

মানসিক চাপ

প্রত্যেকেই কমবেশি মানসিক চাপে ভোগেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ভুগলে স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা যেমন- অনিদ্রা, উদ্বেগ, ক্ষুধা পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা দেয়।

আর এ কারণে অকালেই পাকে চুল। এমনকি চুল পড়ার সমস্যাও বেড়ে যায় অনিদ্রা ও মানসিক চাপে। তাই এখন থেকে মানসিক চাপ এড়াতে নিয়মিত মেডিটেশন করুন।

চুলে তেল না দেওয়া

নিয়মিত তেল ব্যবহার না করলেও কিন্তু চুল অকালে পাকতে শুরু করে। তেল চুলের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। নিয়মিত তেল গরম করে মাথার তালুতে ম্যাসাজ করলে চুল ভালো থাকে। চুলে তেল না ব্যবহারের অভ্যাস এখন থেকেই বদলে ফেলুন। না হলে অকালে আপনার চুলও সাদা হয়ে যাবে।

অতিরিক্ত সূর্যরশ্মি

দীর্ঘদিন ধরে রোদে বেশি সময় কাটানো ও চুল রোদের আলো পড়ার কারণেও অকালে সাদা হয়ে যেতে পারে চুল। আসলে সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি চুলে পড়লে তা শুষ্ক হয়ে পড়ে ও চুলের রং ধূসর হয়ে যায়। সূর্যালোক থেকে চুল রক্ষায় ছাতা ব্যবহার করুন। চাইলে স্কার্ফ কিংবা টুপিও নিয়মিত পরতে পারেন মাথায়।

ধূমপান

অকালে চুল পাকার অন্যতম এক কারণ হলো ধূমপান। এটি শুধু আমাদের ফুসফুসের জন্যই ক্ষতিকর নয়, ত্বক ও চুলেও খারাপ প্রভাব ফেলে। সিগারেটে থাকা টক্সিন উপাদান চুলের ফলিকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে চুল ধূসর হয়ে যায়। চুলে রাসায়নিক প্রসাধনীর ব্যবহার চুলে কমবেশি সবাই বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তবে কোন প্রসাধনীতে কী ধরনের রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়েছে, তা যাচাই করে কেনেন না অনেকেই। ফলে চুলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। আসলে রাসায়নিক রং, হেয়ার জেল, হেয়ার সিরাম, রাসায়নিক যুক্ত শ্যাম্পু, মাস্ক ইত্যাদির কারণেও চুল অকালেই পেকে যেতে পারে। সঠিক খাবার না খাওয়া

বর্তমানে সবাই অস্বাস্থ্যকর খাবারে মুগ্ধ। স্বাদ বুঝে খাবার খাওয়ার কারণে বিভিন্ন ভিটামিন বাদ পড়ে যায়। ফলে চুলের মতো শরীরেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। মনে রাখবেন, খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও পুষ্টি চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাই ভালো চুলের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি। এজন্য অবশ্যই পাতে রাখুন ভিটামিন বি-১২ জাতীয় খাবার।

অবশেষে ফাঁস হবে 'ডি'-এর আসল পরিচয়

অবশেষে ফাঁস হবে 'ডি'-এর আসল পরিচয়! ঋদ্ধি-খড়ির শত্রু কি তাদেরই কাছের কেউ?

অবশেষে সত্যিটা সামনে এসেছে। ধরা পড়েছে সিংহ রায়দের আসল শত্রু। দত্তদের ষড়যন্ত্র সামনে এসেছে। ফাঁস হয়েছে রাহুলের আসল চেহারা। দত্তদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেরই পরিবারের ক্ষতি করছিল রাহুল।

তার ফোন থেকে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে রেখেছিল ঋদ্ধি। কোন কারসাজির মাধ্যমে রাহুল তাকে এবং খড়িকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, তা-ও সকলের সামনে চলে আসে। এমনকী সে যে দ্যুতিরও ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল, সে কথাও চাপা থাকে না। অবশেষে নিজের ভুল শিকার করে নেয় রাহুল। ক্ষমাও চেয়ে নেয় সকলের কাছে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না। রাহুলকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তার মা। অন্য দিকে, 'ডি'-এর সঙ্গে দত্তদের যোগসূত্র খুঁজে পায় বনি। সিংহ রায় পরিবারের চেনা শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাদের অচেনা শত্রু। এ বার তাকে খুঁজে বার করার পালা। এ সবের মাঝেই বনির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় মধুজা। নিজের ভুল শিকার করতে দ্বিধা করে না সে। সিংহ রায় বাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধও করে। কিন্তু শাশুড়ির কথা রাখল না বনি। তার অভিমানের বরফ এখনও গলেনি। রাহুল জেলে। স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও তার জন্য মনকেমন দ্যুতির। রাহুলের এই পরিণতির জন্য নিজেকে দায়ী করছে সে।

সাময়িক ভাবে বিপদ কেটেছে। ঋদ্ধি-খড়ির জীবনে আপাতত প্রেমের মরশুম। একে অপরের কাছে আসছে তারা। আর কাউচে নয়, এ বার ঋদ্ধির সঙ্গে একই বিছানায় শোবে খড়ি। দাম্পত্যের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল তার। এ বার কোন দিকে মোড় নেবে তাদের সম্পর্ক? এখন সেটাই দেখার।

একটি ব্র্যান্ডের প্রচারের মুখ ঋতুপর্ণা ও ধোনি। একদিনের ঝটিকা সফরে গোলাপি শহরে বাজির ছিলেন দুজনে। ছবিতে দেখা গেল ঋতুপর্ণা কিছু কথা বলছেন, খুব মন দিয়ে মাথা নীচু করে সেটি শুনছেন মাহি। তবে কী কথা হল দুজনের? তার জবাব তো একমাত্র তাঁরাই জানেন!

আপনার ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত সকালে যেসব খাবার খাবেন

অনেকেই না বুঝে সকালের খাবারে তেমন গুরুত্ব দেন না। কোনোরকম একটা কিছু মুখে দিয়েই ছোটেন নিজ নিজ কাজে। অনেকে আবার মনে করেন, সকালে বেশি খেলে বুঝি ওজন বেড়ে যাবে হু হু করে। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে তারা ইচ্ছে করেই কম খেয়ে থাকেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা। তাদের মতে, সকালের খাবার এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

সারারাত খালি থাকার পরে সকালে আপনার পেট তৈরি থাকে খাবারের জন্য। এসময় যা-ই খাবেন, হজম হবে দ্রুত। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার শক্তি কমতে থাকে। তাই সকালের খাবারটিই হওয়া চাই সবচেয়ে ভারী। আপনি যদি সকালের খাবারের দিকে মনোযোগ না দেন তবে তা আপনার ত্বকের জন্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে। সকালের খাবার খাওয়া নিয়ে আপনার ভুলভাল ধারণা শরীরের মেটাবলিজম, ত্বক, হজম প্রক্রিয়া সবকিছুকেই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সকালের খাবারে কী খেলে তা আমাদের ত্বকের জন্য উপকারী হবে জানেন কি? অনেকেরই এমন একটি ধারণা আছে যে, স্বাস্থ্যকর খাবার সুস্বাদু হয় না। কিন্তু এটি সত্যি নয়। একটু কৌশল জানলেই যেকোনো খাবারকে সুস্বাদু করা সম্ভব স্বাস্থ্যকর উপায়েই। সেজন্য খাবারের প্লেটে আনতে হবে বৈচিত্র। দিনের পর দিন একই ধরনের খাবার খেলে তা একঘেয়ে লাগবেই। তাতে যত সুস্বাদু খাবারই হোক।

ডিম সকালের খাবার সহজ একটি পদ হলো ডিম। আর এই ডিম ত্বকের কোলাজেন উতপাদনে বিশেষ সহায়ক, এর ফলে ত্বক কোমল ও টানটান থাকে। প্রোটিনের সবচাইতে সহজ উতস হলো ডিম। এছাড়াও এতে আছে প্রচুর ভিটামিন এবং মিনারেলস। সকালের খাবারে বিভিন্নভাবে ডিম রাখতে পারেন। যেমন বয়েল্ড এগ, সুগার ফ্রী এগ পুডিং, এগ স্যান্ডউইচ, সুইটলেস কাপ কেক, ডিম পোঁচ এমন আরও অনেককিছু! তবে চিকিতসকের নিষেধ থাকলে কুসুম বাদ দিয়ে খাবেন।

সবজি খিচুড়ি

খিচুড়ির নাম শুনলে জিভে তো জল আসবেই। আর এটি ভীষণ পুষ্টিকর খাবারও। চাল, ডাল, মশলা, সবজি মিলে সুস্বাদু এক খাবার তৈরি হয়। পালং শাক, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, কাঁচা পেঁপে, মিষ্টি আলু এগুলো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের খুব ভালো উতস। ত্বক ভালো রাখতে এই সবজিগুলো দিয়ে খিচুড়ি রাঁধুন।

ফলেরসালাদ

সব ধরনের ফলই পুষ্টিকর। আপনার পছন্দের যেকোনো ফলই বেছে নিতে পারেন সকালের খাবারে। তবে খালি পেটে টক জাতীয় ফল যেমন- লেবু, মাল্টা খালি পেটে খেলে অ্যাসিডিটি হতে পারে। গ্রিন আপেল, কালো আঙ্গুর, পাকা পেঁপে, কিউয়ি, বেরিজাতীয় ফল, কলা, বেদানা এগুলো খেতে পারেন। পাকা পেঁপে হজমশক্তি ভালো রাখার পাশাপাশি ত্বকও উজ্জ্বল করে। আপেল, বেদানা, স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরিতে আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ত্বককে ফ্রি র্যাডিকেলসের হাত থেকে বাঁচায়। অল্প মধু, টকদই আর ফল মিলিয়ে সালাদ তৈরি করে খেতে পারেন।

23-01-26.pmd 2 24-01-2026, 23:02

রাজ্যের চিকিৎসকের সাফল্য উত্তরপ্রদেশে

উত্তর প্রদেশ দিবস ২০২৬-এ সম্মানিত হলেন রাজ্যের চিকিৎসক ডাঃ মৌটুসী দেববর্মণ। আগরতলার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেববর্মণ বর্তমানে গোরক্ষপুরে কর্মরত রয়েছেন। সেখানে এ বছর উত্তর প্রদেশ দিবস ২০২৬ এবং রাষ্ট্রীয় বালিকা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে গত ২৪ জানুয়ারি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেলাশাসক দীপক মিনা ডাঃ মৌটুসী দেববর্মণের হাতে মানপত্র এবং স্মারক উপহার তুলে দেন।

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কর্তব্য পথে শুরু হবে জমকালো কুচকাওয়াজ, ইউরোপীয় নেতাদের উপস্থিতি

নয়া দিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: আগামী ২৬ জানুয়ারি, ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজধানী দিল্লির কর্তব্য পথে জমকালো কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে। এবারের প্রজাতন্ত্র দিবস দেশের ঐতিহ্য, সামরিক শক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতির একত্রিত চেতনা ও অগ্রগতির উদযাপন করবে।

এ বছর বিশেষভাবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুই বিশিষ্ট নেতাইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি আন্তোনিও কস্তা এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইনপ্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সকালে ৯:৩০ মিনিটে রাষ্ট্রপতির জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর উদযাপনের মাধ্যমে কুচকাওয়াজের সূচনা হবে। এরপর সকাল ১০:৩০ মিনিটে মূল কুচকাওয়াজ শুরু হবে, যা প্রায় দেড় থেকে দুই ঘণ্টা স্থায়ী হবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে ৬,০০০-এরও বেশি সামরিক কর্মী অংশ নেবেন। বিশেষভাবে, ভৈরব ব্যাটালিয়ন এবং শক্তিবান রেজিমেন্ট প্রথমবারের মতো এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। এছাড়া, মাওবাদী দমন অভিযানের সাফল্য তুলে ধরতে ভারতের সামরিক বাহিনী 'অপারেশন সিঁদুর' ট্যাবলো প্রদর্শন করবে, যা দেশের যৌথ সামরিক ক্ষমতা এবং সাফল্যকে তুলে ধরবে।

এই বছর ভারতের সেনাবাহিনী একটি নতুন পদক্ষেপ নিয়ে আসবে, যেখানে সিক্কোনাইজড ম্যানুভার প্রদর্শনের মাধ্যমে ট্যাংক, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, ড্রোন এবং আর্মর্ড প্ল্যাটফর্মগুলির সংমিশ্রণ দেখা যাবে। এছাড়া, ভারতীয় বিমান বাহিনী সিঁদুর অপারেশনের সময় ব্রাহমোস ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের দৃশ্য প্রদর্শন করবে, যা পাকিস্তানের একটি এয়ারবেস ধ্বংস করে।

কাচাবেঙ্গালের শৈলী ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে, কুচকাওয়াজে কাইট, জানস্কার ঘোড়া এবং ব্যাকট্রিয়ান উটও প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করবে।এছাড়া, ২৬ জানুয়ারি উপলক্ষে দিল্লি মেট্রো তার সমস্ত লাইনে সকাল ৩টা থেকে পরিষেবা চালু করবে, যাতে জনগণ কর্তব্য পথে সহজে পৌঁছাতে পারে এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে।

প্রজাতন্ত্র দিবস মূলত ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার দিন হিসেবে পালিত হয়, যা ভারতের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং নাগরিকদের সমান অধিকারের প্রতীক। ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় জনগণের সংকল্পের প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ এই দিনটিতেই ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়েছিল এবং ভারত নিজের সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে শুরু করে।

প্রচলিত রীতি অনুসারে, প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে কোনো একটি দেশের রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। ১৯৫০ সালে প্রথমবার ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি ছিলেন। ১৯৫৫ সালে রাজপথে প্রথমবার প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন শুরু হয়, এবং পরে এটি কর্তব্য পথ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ভারতের সামরিক শক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং দেশপ্রেমের চেতনা বিশ্বদরবারে প্রদর্শিত হয়।

বাংলাদেশ: কাপড় মিল মালিকদের অসংখ্য অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের হুমকি

ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি: বাংলাদেশে স্থানীয় কাপড় মিল মালিকরা সরকারকে জানিয়েছেন যে, যদি তারা এই মাসের শেষের মধ্যে কিছু বিশেষ সুতোতে শুল্ক-মুক্ত আমদানি সুবিধা প্রত্যাহার না করে, তবে তারা আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট শুরু করবেন। এই হুমকি দেশটির আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে শ্রমিক অসন্তোষ এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে অচলাবস্থার নতুন আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) নেতারা বলেছেন যে, মিল বন্ধ হওয়ায় যে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে তার জন্য সরকারই দায়ী থাকবে। তারা সতর্ক করেছেন যে, উৎপাদন বন্ধ হওয়ায় মিলগুলোর জন্য ব্যাংক ঋণ পরিশোধ এবং অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

সংগঠনের নেতারা জানান, দেশের ঘরোয়া সুতাকাটির সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের হাতে প্রায় ১২,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের বিক্রির অনুপস্থিত সুতো পড়ে আছে। এর কারণ হিসেবে তারা সস্তা এবং সাবসিডি প্রাপ্ত ভারতীয় সুতো আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। তারা আরও জানিয়েছেন যে, চলতি অর্থবছরে প্রায় ৭৮ শতাংশ সুতার আমদানি ভারত থেকে হয়েছে, যা একই উৎসে নির্ভরশীলতা বাড়িয়েছে।

এই হুমকির ফলে নীতি নির্ধারকদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, কারণ তৈরি পোশাক খাত, স্থানীয় কাপড় সরবরাহ চেইনের উপর নির্ভরশীল এবং এটি বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ অবদান রাখে। বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান গতকাল বলেছেন, সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে এবং বিকল্প খুঁজছে। তিনি এই ব্যাপারে টেক্সটাইল রপ্তানিকারকদের ধাগে আমদানির উপর বন্ডেড গুদামের সুবিধা বাতিলের বিরোধিতাও স্বীকার করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ তফসিলি পর্যালোচনা চলাকালে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ সিইও-র

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারী : পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ তফসিলি পর্যালোচনার প্রক্রিয়া চলাকালে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমে কোনো ধরনের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে দ্রুত এফআইআর দায়ের করতে জেলা প্রশাসনগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন অফিসার এর দপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জেলা নির্বাচন অফিসারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যদি শুনানি বা পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর, হুমকি বা সরকারি কর্মচারী ও কর্মীদের ওপর আক্রমণ ঘটে, তাহলে তা স্থানীয় থানায় অবিলম্বে জানাতে হবে। এছাড়া, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিস্থিতি অনুযায়ী, এসআইআর শুনানি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে যে, এই ধরনের ঘটনার পর অভিযোগের কপি পুলিশ সুপার এবং প্রধান নির্বাচন অফিসারের দপ্তরে পাঠানো হবে। যদি কোনো এলাকায় সহিংসতা বা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি অব্যাহত থাকে, সেক্ষেত্রে এসআইআর শুনানি সেখানে স্থগিত থাকবে এবং পুনরায় শুরু করার জন্য সিইও-এর সুস্পষ্ট অনুমতির প্রয়োজন হবে।

সিকিমে ঠিকাদারকে হাতুড়ি দিয়ে খুনের অভিযোগ, ৪ নির্মাণ শ্রমিক গ্রেপ্তার

গ্যালসিং, ২৪ জানুয়ারি: সিকিমের গিয়ালসিং জেলার ডেন্টাম তার এলাকায় এক নির্মাণ শ্রমিক ঠিকাদারকে মজুরি নিয়ে বিবাদের কারণে হাতুড়ি দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় এক নাবালক-সহ চার জন নির্মাণ শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশের তথ্যানুযায়ী, নিহত ঠিকাদারের নাম রাজীব মণ্ডল (২৭), যিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থেকে সিকিমে নির্মাণ কাজ করতে গিয়েছিলেন। রাজীবের অধীনে কাজ করছিলেন চার অভিযুক্ত, যারা মিস্ত্রি এবং কাঠমিস্ত্রি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন।

পুলিশ সুপার শেরিং শেরপা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে অভিযুক্তরা তাদের ভাড়া বাড়িতে পানাহার ও খাবারের জন্য বসেছিলেন। সেখানে রাজীবও উপস্থিত ছিলেন। এক পর্যায়ে মজুরি নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়, যা হাতাহাতি পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে যায়। এর মধ্যে এক অভিযুক্ত রাজীবের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় হয়রানির অভিযোগে বর্ধমান স্টেশনে রেল অবরোধ, চরমে যাত্রী ভোগান্তি

বর্ধমান, ২৪ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ তুলে শনিবার বর্ধমান স্টেশনে রেল অবরোধ করেন স্থানীয়রা। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে রেল লাইনে শুয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীদের একাংশ, যার ফলে রেল চলাচলে ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটে। বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন আটকে যায় এবং আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বারবার ডেকে তাদের হয়রানি করা হচ্ছে। 'বাংলাদেশি ধরার নামে আমাদের হেনস্তা করা হচ্ছে, বারবার একই কাজ করতে হচ্ছে। আমরা এসব মেনে নেব না,' বিক্ষোভকারীদের এক সদস্য এই কথা বলেন।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা বর্ধমান স্টেশনে উপস্থিত হয়ে সেখানকার রেল লাইনে শুয়ে পড়েন। তাদের বিক্ষোভের ফলে একাধিক লোকাল ট্রেন আটকে পড়ে, যার ফলে যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। কয়েকটি ট্রেন প্রায় আধ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে আটকে ছিল। এসআইআর প্রক্রিয়ায় হয়রানির অভিযোগে বিক্ষোভের ঘটনা নতুন নয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে ফরাক্কা ও চাকুলিয়া-সহ একাধিক জায়গায় এসআইআর কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের হেনস্তার অভিযোগে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হয়েছে। কয়েকটি জায়গায়, প্রতিবাদ হিংসাত্মক রূপও নিয়েছে, যেখানে আগুন লাগানো এবং বিডিও অফিসে ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটেছে। বর্ধমানের বিক্ষোভে চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, যার ফলে রেল অবরোধের কারণে যাত্রীদের ব্যাপক অসুবিধা হয়। তবে, পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জুবীন গার্গের পরিবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল: বিশেষ আদালত গঠন, বিচার দ্রুত করার আবেদন

গুয়াহাটী, ২৪ জানুয়ারি : অসাম-এর সাংস্কৃতিক আইকন জুবীন গার্গের পরিবারের সদস্যরা শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন, যাতে তাকে বিশেষ আদালত গঠন, অসমে বিচার দ্রুত সম্পন্ন করা এবং সিঙ্গাপুরে তার মৃত্যুর বিষয়ে উপযুক্ত কূটনৈতিক-আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন করা হয়েছে।

'আমরা, প্রয়াত জুবীন গার্গের পরিবার, আপনার দপ্তরের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব এবং ভারতের সরকারের ন্যায়বিচার, মর্য্যাদা ও আইনের শাসনের প্রতি আস্থা রেখে এই স্মারকলিপি পেশ করছি,' স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে।

'জুবীন গার্গ শুধু আমাদের পরিবারের সদস্য ছিলেন না, তিনি অসম ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক কণ্ঠস্বর ছিলেন। ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে তার অকাল মৃত্যুর পর আমরা শুধু শোকাহত পরিবারই নই, বরং অসমবাসী এবং সারা বিশ্বে অসমবাসীরা এ ঘটনায় স্পষ্টতা এবং আইনগত পদক্ষেপের প্রত্যাশা করছে,' পরিবারের সদস্যরা বলেন।

ঘটনার পর সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তারা জানিয়েছেন।

'ভারতীয় হাইকমিশন সিঙ্গাপুরে পোস্টমর্টেম এবং সম্পর্কিত প্রক্রিয়া সমন্বয় করেছে। শোকের পর, পরিবারের পক্ষ থেকে অসম সিআইডিতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। অসম সরকার একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করে।'

'বিশেষ তদন্ত দলের সিনিয়র কর্মকর্তাদের একটি দল সিঙ্গাপুরে তদন্তের জন্য যায়। প্রায় তিন মাসের অনুসন্ধান শেষে অসম পুলিশ ২৫০০ পৃষ্ঠার চার্জশিট দাখিল করে এবং প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে হত্যার ধারাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়,' পরিবারের সদস্যরা বলেন।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয় যে, সিঙ্গাপুরে করনার কর্তৃপক্ষের কাছে একটি বিশদ এবং যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য পাঠানো হয়েছে, যেখানে জুবীন গার্গের মৃত্যুর ঘটনার সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মানবিক সিদ্ধান্ত এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

'এই প্রশ্নগুলো জুবীন গার্গের জীবনের শেষ সময়ে খোঁজার একটি সুযোগ ছিল, যা এখনো পূর্ণ এবং স্বচ্ছভাবে পর্যালোচনা করা উচিত,' স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

'আমরা একটি শোকগ্রস্ত পরিবার, কিন্তু আমরা একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নাগরিকও, যা ন্যায়বিচার, মানবাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আপনার দপ্তরের প্রতি বিশ্বাস রেখে এই বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব এবং শ্বাসরুদ্ধকরতা সহকারে সম্পন্ন করার আহ্বান জানাই,' তারা বলেন। পরিবারটি উভয় দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখে চলেছে। তারা বলছেন, 'কোনো ধরনের নিষ্ক্রিয়া, দ্বিধা বা আলসেমি হয়নি, এবং আমরা ন্যায়ের জন্য প্রতিটি আইনগত পথ অনুসরণ করেছি।'

তারা আরও দাবি করেছেন, 'ভারতে একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হোক। যাতে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং কোনো প্রকার প্রক্রিয়াগত বিলম্ব না ঘটে। যদি প্রয়োজন হয়, অতিরিক্ত এবং অভিজ্ঞ প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হোক যাতে এই মামলা উচ্চমানের পেশাদারিত্ব এবং গুরুত্ব সহকারে পরিচালিত হয়।'

এছাড়া, তারা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সক্রিয় কূটনৈতিক এবং আইনগত যোগাযোগের মাধ্যমে তদন্ত প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের দাবি জানিয়েছেন এবং সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য, সাক্ষ্য এবং ফলাফল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আবেদন করেছেন।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে শুভেচ্ছা অমিত শাহর, নারীর শক্তিকেই জাতি গঠনের চালিকাশক্তি বলে মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে শনিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কন্যারা শুধু দায়িত্ব নয়, তারা শক্তির উৎস এবং জাতি গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তিআজ নারীরাই ভারতের অগ্রগতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় অমিত শাহ বলেন, "জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের শুভেচ্ছা। এই দিনটি প্রতীক যে কন্যারা কেবল আমাদের দায়িত্ব নয়, তারা অপরিসীম শক্তি। রানি লক্ষ্মীবাই, রানি ভেলু নাচিয়ার, মুলা গাভারু ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের গৌরবময় উদাহরণ প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয় গর্ব ও অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে দেয়।"

ভারতের উন্নয়নের কাহিনিতে নারীর ভূমিকা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, "মোদি সরকারের 'নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন' মন্ত্র নরী শক্তিকে অগ্রগতির অগ্রভাগে নিয়ে এসেছে, এবং আজ নারীরাই দেশের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।"

প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি ভারতে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়, যার লক্ষ্য কন্যাশিশুদের অধিকার, শিক্ষা ও কল্যাণের গুরুত্ব তুলে ধরা। ২০০৮ সালে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক এই উদ্যোগ শুরু করে, যাতে কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গবৈষম্যহীন পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো যায়।

এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো কন্যাশিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সমান সুযোগ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা এবং লিঙ্গবৈষম্য ও অসাম্যের মতো চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। একই সঙ্গে সমাজে কন্যাদের সমান মর্য্যাদায় মূল্যায়ন ও সম্মান করার বার্তাও দেওয়া হয়।

এই উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী ভ্রূণহত্যা, কমে যাওয়া লিঙ্গ অনুপাত এবং বৈষম্যের মতো সমস্যাগুলো মোকাবিলা করে সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন আনা, যাতে কন্যাশিশুদের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি হয়।

বছরের পর বছর সরকার কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়ন ও তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করেছে। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও', 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা' এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় কন্যাদের জন্য জাতীয় প্রণোদনা প্রকল্প।

সরকার কন্যাশিশু সুরক্ষায় আইনি কাঠামোও জোরদার করেছে। শিশু বিবাহ নিষেধ আইন, ২০০৬ শিশু বিবাহ রোধে কাজ করছে; পকসো আইন, ২০১২ শিশুদের যৌন নির্য্যাতন মোকাবিলায় প্রযোজ্য; এবং জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন) আইন, ২০১৫ প্রয়োজনীয় যত্ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করে।

'মিশন বাতল্য' শিশু উন্নয়ন ও সুরক্ষায় কাজ করে, যার অধীনে চাইল্ড হেল্পলাইন এবং ট্র্যাক চাইল্ড পোর্টালের মতো পরিষেবা রয়েছেযা নিখোঁজ শিশুদের শনাক্তকরণে সহায়তা করে।

কোভিড-১৯ মহামারিতে অনাথ হওয়া শিশুদের সহায়তায় 'পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন' প্রকল্প চালু হয়েছে। এছাড়া নিমহানস এবং ই-সম্পর্ক কর্মসূচির মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় কন্যাশিশু দিবস কন্যাদের ক্ষমতায়ন ও সমতার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধারাবাহিক উদ্যোগ, নীতি ও সচেতনতা অভিযানের মাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্য কমানো এবং দেশের সর্বত্র কন্যাশিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

১৮তম চাকরি মেলায় ৬১,০০০-এর বেশি নতুন নিয়োজিত যুবককে নিয়োগপত্র প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়া দিল্লি, ২৪ জানুয়ারি: ১৮তম রোজগার মেলা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার নতুনভাবে নিয়োজিত ৬১,০০০-এর বেশি যুবকদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন।

ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী এই নিয়োগপত্রগুলোকে "রাষ্ট্র গঠনে আমন্ত্রণ" হিসেবে অভিহিত করেন এবং যুবকদের সংবিধানের প্রতি দায়িত্বের কথা স্মরণ করান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নতুন বছরের শুরু আপনার জীবনে আনন্দ বয়ে এনেছে। গতকাল বসন্ত পঞ্চমী উদযাপিত হয়েছে, যা আপনার জীবনে একটি নতুন 'বসন্ত' শুরু করেছে। যখন গণতন্ত্র উদযাপিত হচ্ছে, তখন আপনার কর্তব্য এখন সংবিধানের সঙ্গে যুক্ত। গতকাল আমরা পতাক্রম দিবস পালন করেছি, যা ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী, আর আগামীকাল জাতীয় ভোটার দিবস।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ, ভারতীয় পুলিশ পরিষেবা (আইপিএস), কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং প্রতিরক্ষা সেবার কর্মকর্তারা।

দেশের জাতীয় সংগীত ও জাতীয় গানের গৃহীত হওয়ার স্মরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই শুভ দিনে ৬১,০০০-এর বেশি যুবক নিয়োগপত্র পাচ্ছেন, যা "ভারতকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি" হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

প্রধানমন্ত্রী নতুন নিয়োজিত ব্যক্তিদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, যুবকদের দক্ষতা ও কর্মসংযোগের সঙ্গে যুক্ত করা তাঁর সরকারের একটি মূল অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, রোজগার মেলা "মিশন মোড"-এ শুরু করা হয়েছিল সরকারি নিয়োগের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য এবং এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ যুবক বিভিন্ন বিভাগের নিয়োগপত্র পেয়েছেন। রোজগার মেলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৪০টিরও বেশি স্থানে পরিচালিত হচ্ছে।

ভারতের ডেমোগ্রাফিক সুবিধা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বিশ্বের অন্যতম তরুণ দেশ এবং সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও আন্দোলন চুক্তির মাধ্যমে যুবকদের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি করতে কাজ করছে।

তিনি বলেন, ভারত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে একাধিক বাণিজ্য চুক্তি করেছে, এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড অ্যাকর্ড চুক্তি আলোচনা পর্যায়ে আছে। ডিসেম্বর ২০২৫-এ নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে একটি এফটিএ চূড়ান্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই বাণিজ্যিক চুক্তিগুলি ভারতের যুবকদের জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বমানের পরিকাঠামোয় ব্যাপক বিনিয়োগ নির্মাণক্ষেত্রসহ বিভিন্ন খাতে চাকরি তৈরি করেছে। ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।"

তিনি আরও জানান, ভারতের প্রায় দুই লাখ নিবন্ধিত স্টার্টআপ আছে, যেখানে ২১ লাখের বেশি যুবক কর্মসংস্থান পেয়েছেন, এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া একটি নতুন অর্থনীতি সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত অ্যানিমেশন ও ডিজিটাল মিডিয়ার মতো খাতে একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হিসাবে উদিত হচ্ছে এবং ক্রিয়েটর ইকোনোমি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে, যা তরুণদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে।

ভারত রত্ন কারপোরি ঠাকুরের প্রতি শনিবার কংগ্রেস ভবনে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বিকশিত ভারত জী রাম জী প্রকল্পকে সর্বোতভাবে স্বার্থক করার লক্ষ্যে বিজেপি কার্য্যালয়ে রাজ্যভিত্তিক বৈঠক

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি : জী রাম জী প্রকল্পকে সর্বোতভাবে স্বার্থক করার লক্ষ্যে আজ মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যভিত্তিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মণ সহ অন্যান্যরা।

উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ ভারতকে শক্তিশালী না করে বিকশিত ভারত গঠন সম্ভব নয়। বিকশিত ভারত জী রাম জী বিল গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে কেবল মজুরিভিত্তিক নয়, দক্ষতা, জীবিকা এবং উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করে একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলবে। এই বিলের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবসমাজ, নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাবে।”

কার্যশালায় বিশেষ বক্তব্য রাখেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যী। তিনি বলেন, বিকশিত ভারত জী রাম জী প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে। এটি গ্রামকে কেবল শ্রমের উৎস নয়, বরং উৎপাদন, উদ্যোগ এবং স্বনির্ভরতার কেন্দ্রে পরিণত করবে। কৃষি, পশুপালন, মৎস্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র শিল্পসব ক্ষেত্রেই এই প্রকল্প নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।

কার্যশালার শেষ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজে গ্রামীণ সচেতনতা অভিযান চালানোর রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বুথ স্তর থেকে পঞ্চায়েত, মণ্ডল ও জেলা স্তর পর্যন্ত সংগঠিত প্রচারের মাধ্যমে এই প্রকল্পকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। গ্রামীণ মানুষকে শুধু উপকারভোগী হিসেবে নয়, এই উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন তার বক্তব্যে বলেন, বিকশিত ভারত জী রাম জী শুধুমাত্র একটি সরকারি প্রকল্প নয়, এটি গ্রামীণ ভারতের ভবিষ্যৎ বদলের একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। এই সুযোগ সফল হবে, যখন আমরা প্রত্যেকটি গ্রামে, প্রত্যেকটি পরিবারে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা পৌঁছে দিতে পারব। তিনি আরও উল্লেখ করেন, মনরেগা গ্রামীণ মানুষকে বাঁচিয়েছে, আর বিকশিত ভারত জী রাম জী গ্রামীণ মানুষকে গড়ে তুলবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম কেবল শ্রমের জায়গা নয়, উৎপাদন, উদ্যোগ ও আত্মনির্ভরতার কেন্দ্রে পরিণত হবে। বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তখনই বাস্তব হবে, যখন দেশের শেষ প্রান্তের গ্রামীণ মানুষও সম্মানজনক কাজ, স্থায়ী জীবিকা এবং আত্মনির্ভরতার সুযোগ পাবে। সেই লক্ষ্যেই আমাদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কার্যশালায় উপস্থিত সকল নেতা-কর্মী বিকশিত ভারত জী রাম জী প্রকল্পকে বিকশিত ভারত গঠনের একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন এবং সর্বস্তরে এই প্রকল্পের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সরস্বতী পূজার সকালে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা, উত্তেজিত জনতা গাড়ি ভাঙ্চুর ও আগুন ধরাল

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: সিধাই থানার উত্তর বিজয়নগর এলাকায় সরস্বতী পূজার সকালেই যান দূর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ৬ বছরের শিশুর। ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা বালি বোঝাই গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং উত্তেজনার মাত্রা আরও বাড়ে। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ঘাতক গাড়ির চালক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মোহনপুরের দিক থেকে একটি গাড়ি আসছিল। ওই সময় সিধাই থানার উত্তর বিজয়নগর এলাকায় যান দুর্ঘটনায় ৬ বছরের শিশুর মৃত্যু ঘটে ঘটনাস্থলে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা বালি বোঝাই গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং উত্তেজনার মাত্রা আরও বাড়ে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর থেকেই এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ ও শোকাহত। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ঘাতক গাড়ির চালক।ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় গোটা এলাকায় শোক ও উত্তেজনার ছায়া এখনও বজায় রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বর্তমান সরকারের সময়ে দেশে সামাজিক, আর্থিক, পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রের উন্নয়নে অভাবনীয় ক্রান্তি এসেছে: ডোনার মন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রকের অধীনে আজ রাজ্যে প্রায় ২২০ কোটি টাকার ৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করা হয়। কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার উপস্থিতিতে প্রজ্ঞা ভবনে এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর যুগপৎ প্রতিজ্ঞা এবং নেতৃত্বের দরুণ আজ ত্রিপুরা রাজ্য এক উন্নত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে দেশে সামাজিক, আর্থিক, পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রের উন্নয়নে অভাবনীয় ক্রান্তি এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন ভারত গঠনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এই অঞ্চলের ৮টি রাজ্যকে অষ্টলক্ষ্মী রূপে চিহ্নিত করে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে উন্নয়নের এক নতুন দিশায় চালিত করতে ব্রতী হয়েছেন। তিনি বলেন, বিগত সরকারগুলির সময় এই অঞ্চলকে একটি পিছিয়েপড়া অংশরূপে গণ্য করা হত। বর্তমান সরকারের সময়ে এই অংশের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আজ ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া তিনদিনের রাজ্য সফরে এসেছেন।

আজ কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রকের আওতাধীন ৩টি প্রকল্প যথাক্রমে প্রায় ৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি জেলায় ২৭৪টি দুর্গম অঞ্চলে সোলার মাইক্রো গ্রীডের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, ৫০ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যতনবাড়ি থেকে মন্দিরঘাট পর্যন্ত ১৩.৭৮ কিলোমিটার রাস্তা এবং ২১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গন্ডাছড়া থেকে নারকেলকুঞ্জ পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। তাছাড়া ২১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জম্পুইহিল থেকে কাঙ্গরাই পর্যন্ত প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তা, ৩০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোয়াইফাৎ থেকে করবুক পর্যন্ত ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা এবং ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে আর কে নগরে ভেটেরিনারি ক্লিনিক্যাল কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনায় ডোনার মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিজ পরিবারের সম্পর্কের কথা তুলে ধরে এরাজ্যের মানুষকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলনে, ত্রিপুরা রজোর নদী, পাহাড়, জঙ্গল সর্বত্রই জীবন্ত ইতিহাস বিদ্যমান। রাজ্যের উন্নয়নে এই পরম্পরা ও ইতিহাসকে সাক্ষী রেখেই সকলকে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডোনার মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে ৫২টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মোট বাজেটের ১০ শতাংশ অর্থ বর্তমান সময়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। গত ১২ বছরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রজাগুলির উন্নয়নে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা এবং শুধুমাত্র গত বছরেই এক লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রত্যেক বছর প্রায় ১১ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে বৃদ্ধির হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে রাজ্যের উন্নয়ন প্রতিটি মানুষকে স্পর্শ করছে। রেল, সড়ক পথের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে সাব্রুম পর্যন্ত রেল পথের পাশাপাশি রাজ্যে প্রায় ১ হাজার ৫০০ কিলোমিটারের অধিক জাতীয় সড়ক রয়েছে। ত্রিপুরা বর্তমানে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্য। বর্তমান সরকারের আমলে শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ প্রচুর পরিমাণে আসছে।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময়কালে বর্তমানে রাজ্যে প্রকৃত স্বর্ণযুগ চলছে। নীতি আয়োগের তথ্য অনুসারে ত্রিপুরা বর্তমানে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজাগুলির মধ্যে জিএসডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে রাজ্য পুরস্কৃত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের সময় রাজ্যের উপর প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা ঋণের বোঝা ছিল। সেই দায় মাথায় নিয়ে বর্তমান সরকার রাজ্য ও রাজ্যবাসীর উন্নয়নে কাজ করে চলছে। হর ঘর তিরঙ্গা, এক পেড় মা কে নাম, ৭৫ সীমান্ত গ্রাম বীরোকে নাম, লোকাল ফর ভোকাল কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের আপামর জনসাধারণকে দেশাত্মবোধের ভাবনায় উজ্জীবিত করতে পেরেছেন। যা দেশ ও রাজ্যের উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অংশুমান দে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ, উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের সচিব সত্যেন্দ্র কুমার ভল্লা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থের অভাব হবে না, গুণগত মানে জোর: ডোনার মন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক আজ বিকেলে আগরতলা গভ: ম্যাডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে প্রসূতি ও শিশু বিভাগের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ এবং আগরতলা গভ: ডেন্টাল কলেজের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ ঘুরে দেখেন। এই দুটি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজগুলি দেখার পর কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন।

তিনি জানান, কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রক রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোর উন্নয়নে সব ধরণের সহায়তায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অর্থের কোন অভাব হবেনা। কিন্তু কাজের গুণগতমানের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে সরকারিভাবে তদারকি চলবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরাবাসীকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেবার লক্ষ্যে ডোনার মন্ত্রক বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি এই কাজগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি এই দুটি প্রকল্পের সাথে যুক্ত নির্মাণ সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের সাথেও কথা বলেন এবং কাজগুলির সঠিক গুণগতমান বজায় রাখার প্রতি নির্দেশ দেন। দুটি হাসপাতাল পরিদর্শনকালে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচ দিনব্যাপী নেতাজী মেলার উদ্বোধনে শক্ত রাষ্ট্রচিন্তার আহ্বান মন্ত্রী কিশোর বর্মনের

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: মেলাঘর কালিবাড়ি প্রাঙ্গনে পাঁচ দিনব্যাপী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী নেতাজী মেলার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় আজ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা, পঞ্চায়েত, সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক) দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন অনামিকা ঘোষ পাল রায়, রুদ্রসাগর উদ্বাস্ত ফিসারম্যান সমবায় সমিতির সভাপতি পবিত্র কুমার দাস মহাশয় সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

উদ্বোধনী ভাষণে বক্তা কিশোর বর্মন বলেন, “ইতিহাসের বই বলবে নেহরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু ইতিহাসের বিবেক বলবেনেতাজী ছিলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। নেতাজী ক্ষমতা পাননি, ক্ষমতা আদায় করতে চেয়েছিলেন। নেহরু রাষ্ট্র পেয়েছিলেন, নেতাজী রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিলেন।”

কংগ্রেস ও বামপন্থীদের ভূমিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “নেতাজীর আদর্শকে ভয় পেয়েছিল কংগ্রেস ও সিপিএম। তাই তাঁকে ইতিহাসের পাতায় কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন যে স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ধরে নেতাজীর অবদানকে পরিকল্পিতভাবে আড়াল করা হয়েছে।

জমি সংক্রান্ত একাধিক

● প্রথম পাতার পর
অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জমি দখল, অবৈধ লেনদেন ও দালালি সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

ফুলতলীতে দুষ্কৃতির হামলা

● প্রথম পাতার পর বাবা হাসেম মিয়াকে মারধর শুরু করেন। পরে পারুলা খাতুন স্বামীকে বাঁচাতে গেলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করা হয়। অভিযোগ, অভিযুক্তরা আনোয়ার হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং ঘর থেকে নগদ ৮০ হাজার টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে। প্রাণ রক্ষার্থে আনোয়ার হোসেন, তার বাবা ও স্ত্রী পার্শবর্তী জঙ্গলে লুকিয়ে থাকেন। এদিকে শনিবার আমতলী থানার পুলিশ আনোয়ার হোসেন এবং তার বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আটক করে। ঘটনার পর পারুলা খাতুন নিরাপত্তা চেয়ে থানায় আশ্রয় নেন এবং সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে পুলিশের সহায়তা দাবি করেন। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্তরা এখনও গৃহবধূকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, যা এলাকায় নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। পুলিশ এখন পর্যন্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আত্মনির্ভর ভারত

● প্রথম পাতার পর
পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, আগামী ৩—৪ বছরে ত্রিপুরার আগরউড বাজার বছরে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে সক্ষম হবে। চাষিদের সরাসরি বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে ক্রেতা-চাষি মিলন আয়োজন করা হচ্ছে। সম্প্রতি কাতারের ক্রেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চাষিদের সরাসরি আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। উপসংহারে মন্ত্রী জানান, এই স্কিম প্রধানমন্ত্রী মোদির রাষ্ট্রের বিশেষ শক্তির উপর গুরুত্বারোপের ভিশনের ফল। গত এক বছর ধরে এই উদ্যোগের ওপর কাজ চলছিল এবং আজ তা বাস্তব রূপ নিয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতায় আগরউড খাতকে বৈশ্বিক স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হবে এবং এটি আত্মনির্ভর ভারত-এর পথে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে। মন্ত্রী আরও জানান, গতকাল তিনি ত্রিপুরায় ২২০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট ইন্টার কলেজ (১৯২ কোটি) এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল (২০০ কোটি) পরিদর্শন করেছেন। রোববার তিনি ২৮০ কোটি টাকার মাতাবাড়ি ট্যুরিজম সার্কিট ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

মহিলা মহাবিদ্যালয়ে

● প্রথম পাতার পর
মহিলা পুরোহিতের মাধ্যমে সরস্বতী পূজা আয়োজন করা ছাত্রীদের কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা। এতে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে এবং সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ আগরতলা শহরজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং সমাজে সমতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নারকেলকুঞ্জে মদ্যপ এসআই’র

● প্রথম পাতার পর
এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা আকাশ বৈশ্য তাঁর বন্ধু গৌতম রায়, গণেশ সরকার এবং একজন আরও বন্ধু নিয়ে নারকেল কুঞ্জে যান। পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে বিকাল তিনটার দিকে চার বন্ধু টমটমে করে গন্ডাছড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

তবে মূল রাস্তার মাথায় পৌঁছানোর পর পুলিশের ডিউটিরত অফিসার এসআই শ্যামল জমাতিয়া তাদের আটক করেন এবং মদমত্ত অবস্থায় অশ্লীল ভাষা ও জোরপূর্বক তিন হাজার টাকার ‘ঘোষ’ দাবি করেন। টাকা দিতে অক্ষম হওয়ায় চারজনকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং থানার গাড়িতে তুলে দ্রুতগতিতে গন্ডাছড়ার উদ্দেশ্যে রওনা করা হয়। অভিযোগ, গাড়িটি চালকের আসন থেকে নামিয়ে নিজে চালানো অবস্থায় এসআই শ্যামল জমাতিয়া গাড়িটিকে ঠাকুরছড়ার একটি লোহার ব্রিজের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে গভীর খাঁদে ফেলে দেন।

ঘটনার ফলে চারজন পর্যটকের মধ্যে তিনজন গুরুতর আহত হন, আর একজন তুলনামূলকভাবে কম আহত হয়। আহতদের স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের টেপানিয়া হাসপাতালে রেফার করেন।

আহতদের পরিবার শনিবার গন্ডাছড়া মহকুমা থানায় পৃথক পৃথকভাবে এসআই শ্যামল জমাতিয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। পরিবার ও স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন, মদ্যপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কালার্সপ্রাপ্ত এই পুলিশ অফিসারের আচরণে মহকুমার মানুষদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও পুলিশের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, গোটা মহকুমায় এই ঘটনার পর উত্তেজনা বিরাজ করছে। এখন দেখার বিষয়, গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ ও ধলাই এসপি এই গুরুতর ঘটনার তদন্ত ও অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেন।

পুজোর দিনে কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর
শান্তিপূর্ণ এবং সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহরা এবং জরুরি সাপোর্ট টিমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে ময়দানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সরস্বতী পূজার বিকেলে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কৈলাসহর শহরের প্রাণকেন্দ্র। কাতাল দীঘিরপার এলাকায় হঠাৎ করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। ওই ঘটনায় আক্রান্ত হন ভারতীয় জনতা পার্টির কৈলাসহর মণ্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ। পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অরূপ ধরের বাড়ি। কাতাল দীঘিরপারে অবস্থিত শাসকদলের অঘোষিত কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শূন্যে গুলি চালায় ও লাঠিচার্জ করে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, মহকুমা আধিকারিক রাহুল এ, কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী, এসআরপি ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

বর্তমানে গোটা এলাকা থমথমে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

ঘটনার বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির কৈলাসহর মণ্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ জানান, কাতাল দীঘিরপার এলাকায় প্রায় ১৬ জন মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকরা দা, লাঠি নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরী করছে। পাশেই চলছে সরস্বতী পূজা। তাঁরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে তাঁদের উপর এলোপাতাড়ি আক্রমণ করে ওই যুবকরা। তাতেই পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করে। তাঁর দাবি, বাংলাদেশের ভয়ংকর পরিবেশ তৈরী করতে চাইছেন দুষ্কৃতকারীরা। তার বিরুদ্ধে একত্রে লড়াই করতে হবে।

পরিস্থিতি সম্পর্কে কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাহুল এ জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে পুলিশের তরফ থেকে ভূমিকা পালন করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

অপরদিকে, কৈলাসহর বিজেপি মন্ডল সভাপতির উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সরব হয়েছে হিন্দু সমাজ। ওই ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে হিন্দু সমাজ কৈলাসহর থানা ঘেরাও করেছে। পরবর্তী সময়ে হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা কৈলাসহর থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। প্রসঙ্গত, গতকাল সরস্বতী পূজার বিকেলে কাতাল দীঘিরপার এলাকায় হঠাৎ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। ঘটনায় আহত হন ভারতীয় জনতা পার্টির কৈলাসহর মণ্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ। এছাড়াও, হামলায় ভাঙচুর করা হয় যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অরূপ ধরের বাড়ি। কাতাল দীঘিরপারে অবস্থিত শাসকদলের অঘোষিত কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শূন্যে গুলি চালায় এবং লাঠিচার্জ করে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, মহকুমা আধিকারিক রাহুল এ, কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকারসহ বিশাল পুলিশ বাহিনী, এসআরপি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে আজ কৈলাসহর থানায় ডেপুটেশন প্রদান করে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে হিন্দু সমাজ।

নির্বাচনের আগে দিল্লিতে

● প্রথম পাতার পর
যাতে রাষ্ট্রপৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত নিপীড়নের অভিযোগগুলোর একটি নির্ভরযোগ্য নথি তৈরি হয়। বাংলাদেশের স্বার্থে তিনি পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করেন। প্রথমত, ইউনূস প্রশাসন অপসারণের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়ত, রাজপথে চলমান সহিংসতার অবসান। তৃতীয়ত, সংখ্যালঘু, নারী ও সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। চতুর্থত, সাংবাদিক, আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইনি হয়রানি বন্ধ। পঞ্চমত, গত এক বছরে সংঘটিত ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ তদন্তে জাতিসংঘের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান। ইউনূস সরকারের পাশাপাশি বিএনপিকেও আক্রমণ করেন শেখ হাসিনা। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, তার শাসনামলে কখনও বিএনপিকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তার দাবি, পরাজয়ের আশঙ্কা থেকেই অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনী মাঠ ফাঁকা করেছে। শেখ হাসিনার মতে, আওয়ামী লীগ ছাড়া অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনই অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ।মএই সংকটময় সময়ে দেশবাসীর প্রতি তার আহ্বান, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেগে উঠতে হবে। তিনি বলেন, বিদেশি স্বার্থবাহী পুতুল সরকারকে উৎখাত করে শহিদদের রক্তে লেখা সংবিধান রক্ষা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করে গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তিকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ও তার প্রশাসনের কর্মকর্তারা একাধিকবার অভিযোগ করেছেন, শেখ হাসিনা ভারত থেকে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন এবং নয়াদিল্লির কাছে তা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এর মধ্যেই ভারতে আয়োজিত এক কর্মসূচিতে শেখ হাসিনার এই বক্তব্য প্রকাশ্যে প্রচারিত হওয়ায়, তা ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে বলে কূটনৈতিক মহলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ

● প্রথম পাতার পর
ঐক্য, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সম্প্রীতিও গড়ে তুলেছে, যা আমাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আমি শুধু সারিতে বসে থাকা ছাত্রছাত্রীদের দেখি না। আমি দেখি আগামীর বিজ্ঞানী, শিল্পী, শিক্ষক, চিকিৎসক, ক্রীড়াবিদ, নেতা ও উদ্ভাবকদের। অনেকেই মনে করো, বেশি নম্বর পেলেই সাফল্য। কেউ ভাবো খেলাধুলা, গান বা শিল্পকলায় পারদর্শী হওয়াই সাফল্য। কিন্তু মনে রেখো, শেখা, জীবনযাপন ও কার্যকলাপএই তিনটি একসঙ্গে চললেই প্রকৃত সাফল্য আসে।

জীবনের সঙ্গে তুলনা টেনে মন্ত্রী বলেন, জীবন একটি খাতার মতো। এর প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা ঈশ্বর লিখে রেখেছেন, মাঝের পাতাগুলো ফাঁকা। সেই পাতাগুলো আমাদের ভালোবাসা, ঐক্য ও কর্ম দিয়ে ভরতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, পড়াশোনা শুধু পরীক্ষা বা নম্বরের জন্য নয়। পড়াশোনা শেখায় কীভাবে ভাবতে হয়, প্রশ্ন করতে হয়, সমস্যা সমাধান করতে হয় এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। কখনও বলবে না‘আমি পড়াশোনায় দুর্বল।’ বলবে‘আমি শিখছি, আমি আরও ভালো করব।’ মনে রেখো, ধীরে এগোনোও অগ্রগতি।”

স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যেই রয়েছে। তুমি যা চাইবে তাই করতে পারবে। এমন শিক্ষা প্রয়োজন, যা মানুষকে আত্মনির্ভর ও স্বনির্ভর করে তোলে।”

মন্ত্রী বলেন, সহশিক্ষামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা দলগত কাজ, শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস ও সময় ব্যবস্থাপনা শিখে।

তিনি বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে জয়কে বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করা ও পরাজয়কে সাহসের সঙ্গে মেনে নেওয়া শেখা যায়। মঞ্চে পারফর্ম করলে ভয় কাটে। অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের অজানা প্রতিভা আবিষ্কার হয়। জীবন কখনও বই আর মাঠের মধ্যে বেছে নেওয়ার নাম নয়। তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক ও সুস্থ শরীর মিলেই গড়ে ওঠে শক্তিশালী ভবিষ্যৎ।”

শেষে তিনি বলেন, ব্যর্থতাকে ভয় পেয়ো না। একটি খারাপ ফলের জন্য হাল ছেড়ো না। যাঁদের আজ তোমরা আদর্শ মনে করো, তাঁরাও একদিন তোমাদের মতোই শ্রেণিকক্ষে বসেছিল। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, শিক্ষকদের সম্মান করো, বন্ধুদের পাশে দাঁড়াও, বড় স্বপ্ন দেখো এবং সৎভাবে পরিশ্রম করো। তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য দিয়ে নয়, পরিশ্রম দিয়েই লেখা হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বিপুল

● প্রথম পাতার পর
টিপাইমুখ রোডে একটি মোবাইল ভেহিকল চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশি চালাচ্ছিল আসাম রাইফেলস ও মণিপুর পুলিশের যৌথ দল। সেই সময় সন্দেহভাজন একটি গাড়িকে থামতে বলা হলে আরোহীরা গাড়িটি ফেলে রেখে পালানোর চেষ্টা করে। নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় ধাওয়া করে দু’জন দুষ্কৃতীকে আটক করা হয়।

তল্লাশিতে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩০টি জেলাটিন স্টিক, ২০টি ডিটোনেটর, সেফটি ফিউজ, ফ্লেক্সিবল তার, একটি বোলেরো গাড়ি, প্রায় ১ লক্ষ নগদ অর্থ।

উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকগুলি সাধারণত আইইডি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যা ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আসাম রাইফেলস জানিয়েছে, জিরিবাম জেলা ও সংলগ্ন এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে তারা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করছে। কোনও দুষ্কৃতীকে রেয়াত করা হবে না এবং ইতিমধ্যেই চিহ্নিত অপরাধীরা নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারিতে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

এই সফল অভিযানের জন্য স্থানীয় বাসিন্দারাও আসাম রাইফেলসের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এবং অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখতে বাহিনীর সক্রিয়তায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

রাজ্যের অগ্রগতি ও বিকাশের

● প্রথম পাতার পর
অত্যন্ত প্রয়োজন। তবেই কাজের প্রকৃত ফল পাওয়া সম্ভব এবং কোনো প্রকল্পের বাস্তব রূপদান সফলভাবে করা যায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ভাবনী ভাবনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও উদ্ভাবনী বিষয়টির উপর সবসময় জোর দিয়ে আসছেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রকৌশল পেশায় মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিঃসন্দেহে গর্বের ও প্রশংসার যোগ্য। এটি রাজোর উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বাজেটে সর্বাধিক অর্থের সংস্থান রেখেছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উন্নয়ন ক্ষেত্রে বর্তমানে ত্রিপুরার চিত্র দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। রাজ্যের পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আইন শৃঙ্খলা, শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে যেখানেই থাকুক না কেন, সবাইকে নিজ দায়িত্ব আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতে হবে। নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। মানুষের মনে নিজের কাজের মাধ্যমে জায়গা করে নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী অ্যাসোসিয়েশনের ৫৬ তম বার্ষিক সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন ।অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, রাজ্যের উন্নয়ন প্রকৌশলীদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং নতুন ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ত্রিপুরা স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সূর্য কুমার দেববর্মা। অনুষ্ঠানে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের উপর একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ অ্যাসোসিয়েশনের ”নির্মাণ” স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সান্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২ লক্ষ টাকা চেক প্রদান করা হয় এবং বিশেষভাবে সক্ষম ৬ জন এক ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে চেক তুলে

বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেটে আইনজীবী একাদশকেও হারালো জেআরসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই চলেছে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। এবার হারালো আইনজীবী একাদশকে। শনিবার এমবিবি গ্রাউন্ডে জেআরসি দল বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে মুখোমুখি হয় আইনজীবী একাদশের। টসে জয়লাভ করে আইনজীবী একাদশের অধিনায়ক অরিজিৎ ভৌমিক প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। নির্ধারিত ১৬ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮৮ রান সংগ্রহ করে। ব্যাট হাতে ওপেনার অরিজিৎ ভৌমিক এর ২৯ রান, রনি মিয়ার ৫২ রান, কিশলয় রায়ের ২৫ রান, চিংফ্রু মগ-এর অপরাজিত ৫৬ রান, পূজন বিশ্বাসের ৫ রান এবং বিবেক দেববর্মার ১১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। জেআরসি-র পক্ষে মনোজিৎ দাস দুটি এবং দেবজিৎ দেবনাথ ও জাকির হোসেন একটি করে উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জেআরসি ১২ ওভার ১ বল খেলে একটি মাত্র উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিশ্বজিৎ দেবনাথ ৫৫ রানে আউট হলেও ওপেনের মনোজিৎ দাস ১১৯ রানে এবং মেঘধন দেব ১২ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। আইনজীবী একাদশের প্রীতম নায়েক একমাত্র উইকেটটি পেয়েছেন। বলে-ব্যাটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে মনোজিৎ পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফি। এছাড়া, আইনজীবী একাদশের মৃগাঙ্কর বিশ্বাস, উমেশ ধানুক, সুমন দেববর্মা ও সরুপম সাহা এবং জেআরসির অধিনায়ক অভিষেক দে, মিল্টন ধর, সিশান চক্রবর্তী, অঞ্জন দেব, বাপন দাস, দিব্যেন্দু দে প্রত্যেকে দারুন খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে দু-দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধনে এই উদ্যোগের সম্প্রীতিপূর্ণ ভালো দিক নিয়ে আলোচনা হয়। হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ ধরনের বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে এক বা একাধিক দিন অতিবাহিত করার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এমন ম্যাচ যাতে আগামীতে আরও হয় তারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন প্রত্যেকে।

খেলা শুরুতে জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং আইনজীবী অরিজিৎ ভৌমিক ঐক্য ও শান্তির বার্তা স্বরূপ দুটি পায়রা আকাশে উড়িয়ে ম্যাচের শুভারম্ভে অন্য মাত্রা বয়ে এনেছেন। ম্যাচের পর হলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ট্রফি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আইনজীবী পূজন বিশ্বাস, অরিজিৎ ভৌমিক, জে আর সি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক অভিষেক দে প্রমূখ। বলা বাহুল্য, দিনটি এক দারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের সদস্যরা। আগামী দিনেও এ ধরনের ম্যাচ জারি থাকবে বলে অতিথি বৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় দু"দলের খেলোয়াড় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রঞ্জি ট্রফি: আবারও ৬ উইকেট মণিশঙ্করের এমবিবিতে ত্রিপুরা-উত্তরাখন্ড ম্যাচ জমজমাট

ত্রিপুরা - ২৬৬, ২৪৭/৮ উত্তরাখণ্ড - ৩০১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষ দিনে এমবিবি স্টেডিয়ামের ২২ গজে বরাবরই দাপট দেখান বোলাররা। দেখা যায় বল ঘুরতেও। ওই অবস্থায় ত্রিপুরার বোলাররা যদি রবিবার শেষ দিনে জ্বলে উঠতে পারেন তাহলে উত্তরাখণ্ডকে হারিয়ে সরাসরি জয় পেতে পারে ত্রিপুরা। সবকিছু নির্ভর করবে বোলারদের উপর। তবে তৃতীয় দিনের শেষে কিছুটা হলেও ঘরের মাঠে ব্যাকফুটে রয়েছে রাজ্য দল। রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে। আপাতত ২১২ রানে গিয়ে রাজ্য দল। হাতে রয়েছে দুই উইকেট। রবিবার শেষ দিনে যদি আরও ৫০ রান যোগ করতে পারে তাহলে লড়াই জমবে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার ২৬৬ রানের জবাবে উত্তরাখন্ড ৩০১ রান করে। ৩৫ রানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় দিনের শেষে স্বাগতিক ত্রিপুরা ৮ উইকেট হারিয়ে ২৪৭ রান করে। স্মরণীয় ম্যাচে ব্যাট হাতে দুই ইনিংসে ব্যর্থ হলেও বল হাতে সফল অলরাউন্ডার মনি শংকর মুড়া সিং। তুলে দেন বিপক্ষের ছয়টি উইকেট। মূলত মনি শঙ্করের আগুন ঝরানো বোলিংয়ের সামনে বড় রানের লিড দিতে ব্যর্থ হয়েছে সফররত উত্তরাখণ্ড। ত্রিপুরার ২৬৬ রানের জবাবে উত্তরাখণ্ড প্রথমে লিখছে ৩০১ রান করতে সক্ষম হয়েছে। এক সময় ১২৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় ছিল সফররত দল। ওই অবস্থায় সুচিত জে এবং সৌরভ রাওয়াত কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ত্রিপুরার অধিনায়ক তার বোলারদের ক্রমাগত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল করিয়েও ওই জুটিকে দ্রুত ভাঙতে পারেননি। সপ্ত উইকেটে ওই জুটি ২৮০ বল খেলে ১৭১ রান যোগ করে দলকে লিড এনে দেন। সুজিত ১৪৮ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৬ এবং সৌরভ ১৪৩ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৮০ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে লক্ষ্য রাইচন্দানি ১০৯ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫ এবং শাশ্বত ডাঙ্গাল ৮৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে মনি শংকর মুড়া সিং ৪৮ রানে ছয়টি এবং অভিজিৎ সরকার ৬৪ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। ৩৫ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরার ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি। দলীয় এক রানের মাথায় বাবুল দে - কে হারিয়ে চাপে পড়ে যায় রাজ্য দল। ওই অবস্থায় বিক্রম কুমার দাসের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন বিক্রম দেবনাথ। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ৮৪ ওভার ব্যাট করে ৮ উইকেটে হারিয়ে ২৪৭ রান করে। উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান সেন্টু সরকার ১৩৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৫০ রানে এবং অভিজিৎ সরকার ৬৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১২ রানে অপরাজিত রয়েছেন। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে বিক্রম দেবনাথ ১৩০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮, বিক্রম কুমার দাস ৫৩ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, পেশাদার ক্রিকেটার বিজয় শংকর ৪৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং মনি শংকর মুড়া সিং ৩২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৮ রান করেন। উত্তরাখণ্ডের পক্ষে মায়াঙ্ক মিশ্র ৭৯ রানে চারটি উইকেট দখল করেন। ত্রিপুরা এগিয়ে রয়েছে ২১২ রানে। আজ শেষ দিনে বোলারদের দিকে তাকিয়ে থাকবে রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

চূড়ান্ত ! টি২০ বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ, সরকারি ভাবে জানিয়েই দিল আইসিসি, ঘোষণা বিকল্প দেশের নাম

দুবাই।। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হবে না বাংলাদেশের। আইসিসি এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জানিয়ে দেয়, কোনও মতেই তারা ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না। তার পরেই নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে আইসিসি। বাংলাদেশের দাবি দ্বিতীয় বারও মানেননি জয় শাহেরা। ফলে বাংলাদেশের বদলে নতুন দল খেলবে বিশ্বকাপ। বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ড খেলবে এ বারের বিশ্বকাপ।

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে কি না তা নিয়ে বুধবার বৈঠক ছিল আইসিসির। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ-সহ ভারত, পাকিস্তানের মতো দেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিরা। সেখানে বাংলাদেশের দাবি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বিশ্বকাপ শুরুর আগে এ ভাবে সূচি বদলের বিভিন্ন সমস্যার কথা আবার ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু অনড় অবস্থান বজায় রাখেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের দাবি নিয়ে আইসিসির বোর্ডের সভায় ভোটাভুটির সিদ্ধান্ত হয়। তাতে অধিকাংশই বাংলাদেশের বিপক্ষে ভোট দেন। ফলে বিসিবির ম্যাচের কেন্দ্র বদলের দাবি খারিজ হয়ে যায়। বুধবার 'ক্রিকবাজ' জানায়, আইসিসি বিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। না হলে বিকল্প কোনও দেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। সূচি বা ম্যাচের কেন্দ্র কোনও ভাবেই বদল করা হবে না।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ও বোর্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের নজরুল বলেন, "বাংলাদেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। আমরা সকলেই চেয়েছি, যাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে পারি। কারণ, এই সুযোগ আমরা কষ্ট করে অর্জন করেছি। কিন্তু ভারতে খেলার ক্ষেত্রে আমাদের যে নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে, সেই পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। নিরাপত্তার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তা কোনও বায়বীয় বিশ্লেষণ থেকে হয়নি। এটা সত্যিকারের ঘটনা থেকে হয়েছে। আমাদের এক জন সেরা ক্রিকেটারকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ভারত থেকে বার করে দিতে বলেছে। বিশ্বকাপ তো সেখানেই হচ্ছে।"

বুধবারের বৈঠকে আইসিসি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়েছিল, ভারতে খেলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কোনও ঝুঁকি নেই। আইসিসির সেই দাবি মানতে চায়নি বিসিবি। নজরুল বলেন, "আইসিসি যতই বলুক, যে দেশে আমাদের এক জন ক্রিকেটার নিরাপত্তা পায়নি, সেই দেশেই তো বিশ্বকাপ হচ্ছে। সেই দেশের পুলিশেরই তো দায়িত্ব থাকবে বিশ্বকাপে নিরাপত্তা দেওয়ার। ভারতে এমন কী বদল হয়েছে যাতে আমাদের মনে হবে যে, বিশ্বকাপে আমাদের দলের ক্রিকেটার, গণমাধ্যমের কর্মী ও সমর্থকদের নিরাপত্তা দিতে পারবে। আইসিসি আসল ঘটনা বাদ দিয়েছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও আমাদের কিছু বলা হয়নি। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত বদলের কোনও জায়গা নেই।"

আরও এক বার আইসিসির কোর্টে বল ঠেলে বাংলাদেশ। নজরুল বলেন, "আইসিসি আমাদের সুবিচার করেনি। আশা করি, আইসিসি সুবিচার করবে। শ্রীলঙ্কায় আমাদের বিশ্বকাপ খেলার অনুমতি দেবে। অতীতেও তো অনেক বার নিরাপত্তার কারণে অন্য জায়গায় খেলা হয়েছে। আমাদের নিরাপত্তার আশঙ্কা রয়েছে। আশা করছি, আইসিসি আমাদের দাবি মেনে শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপ খেলার অনুমতি আমাদের দেবে।" সেই অনুরোধ মানেনি বিশ্বক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

বিশ্বকাপ বয়কট করায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে। তার পরেও নিজেদের অবস্থান থেকে সরতে চায়নি তারা। নজরুল স্পষ্ট করে দিয়েছেন, "আর্থিক ক্ষতির থেকেও দেশের ক্রিকেটার, সমর্থক ও গণমাধ্যমের কর্মীদের নিরাপত্তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সব জেনে তাদের আমি এমন দেশে পাঠাতে পারি না যেখানে আমাদের নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে। কোনও দেশে আমরা দল পাঠাব কি না, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের দেশের সরকারের। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারতে আমরা খেলতে যাব না।"

নিরাপত্তার কথা শোনা গিয়েছে বিসিবি সভাপতি আমিনুলের গলাতেও। তিনি বলেন, "মোস্তাফিজুরের চোট ছিল না। ও নিজে থেকে নাম তোলেনি। বাংলাদেশ বোর্ডও ওকে খেলার এনওসি দিয়েছিল। তার পরেও ওকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হল। জানানো হল, নিরাপত্তার কারণে এই সিদ্ধান্ত। পরে আমাদের সরকার আমাদের বলে, বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে যাওয়ায় নিরাপত্তার সমস্যা রয়েছে। তার পরেই আমরা আইসিসিকে পুরো ঘটনা জানাই।"

আইসিসি তাঁদের যে যুক্তি দিয়েছে সেই যুক্তি মানতে চাননি আমিনুল। তাঁর মতে, শ্রীলঙ্কায় খেলার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়। বিসিবি সভাপতি বলেন, "আইসিসি বলেছে, শ্রীলঙ্কা সহ-আয়োজক। না, ওরা সহ-আয়োজক নয়। হাইব্রিড মডেলে খেলা হচ্ছে। সেখানে কিছু দেশ শ্রীলঙ্কায় খেলছে। যে হেতু নিরাপত্তার কারণেই হাইব্রিড মডেল হয়েছে, তাই আমরাও শ্রীলঙ্কায় খেলার কথা বলেছিলাম। কিন্তু ওরা আমাদের দাবি খারিজ করে দিয়েছে।"

বুধবারের বৈঠকে আইসিসি স্পষ্ট করে দিয়েছিল, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড খেলতে না চাইলে বিকল্প দেশকে বিশ্বকাপে সুযোগ দেওয়া হবে। তার পরেও আশাবাদী ছিলেন আমিনুল। তিনি বলেন, "আমরা আবার আইসিসিকে বিষয়টা জানাব। আমরা আশাবাদী, আইসিসি আমাদের কথা শুনবে। বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। কিন্তু বিশ্বক্রিকেট নিয়ে আমরা সন্দিহান। আইসিসি যদি বাংলাদেশকে খেলার অনুমতি না দেয় তা হলে ওরা ২০ কোটি দর্শক হারাবে। আমরা মনে করি, এই ঝুঁকি ওরা নেবে না। বিশ্বকাপে যদি বাংলাদেশ না খেলে তা হলে সেটা আয়োজক দেশের ব্যর্থতা। আমরা চেষ্টা করে যাব, যাতে আমাদের ছেলেরা বিশ্বকাপ খেলতে পারে।"

আইসিসি বাংলাদেশকে এক দিনের সময় দিয়েছিল। তার মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমিনুলের মতে, বিশ্বক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা এ ভাবে সময় বেঁধে দিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল আইসিসি। বাংলাদেশকে ছাড়াই হবে এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

ব্যাপক উৎসাহে রাজ্যভিত্তিক ট্রাইথলন চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৫ তম রাজ্যভিত্তিক ট্রাইথলন চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলেজ টিলায় এমবিবি কলেজ কমপ্লেক্সে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা আজ শেষ হলে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিযোগীরা এই রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এ বছর ট্রাইথলন ও ডুয়াথলন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ট্রাইথলনে সুইমিং, সাইকেল ও রানিং ইভেন্টের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডুয়াথলনে সাইকেল ও রানিং এই ২ ইভেন্টের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, এবছর একুয়াথলন ইভেন্টও অনুষ্ঠিত হয়েছে সুইমিং ও রানিংয়ের সমন্বয় প্রতিযোগিতা। সাব জুনিয়র বালকদের বিভাগের মেঘরাজ দত্ত বিশ্বাস, সোয়েল দাস, অনুরাগ রায়, বালিকা বিভাগে পূর্ণিমা দাস, আশা রায় ভর, সৌরভী দাস, জুনিয়র গ্রুপ বালক বিভাগে অর্জুন শর্মা, হৃদয় বর্মন, কৃষ্ণেন্দু রায়, বালিকা বিভাগে গীতা দেবনাথ, বর্ণালী দেব, নিশা সিনহা, পুরুষ বিভাগে আকাশ বর্মন, আশিস গৌড়, উদয় রায় ভর এবং মহিলা বিভাগে তানিয়া দেব, বর্শা চক্রবর্তী ও প্রিয়াংকা মুন্ডা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, কোষাধ্যক্ষ তপন ভট্টাচার্য্য প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ভারতীয় ক্রিকেটে 'অতুলনীয় অবদান', সাম্মানিক ডক্টরেট পাচ্ছেন রোহিত শর্মা

মুম্বাই।। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। নীল জার্সি গায়ে জোড়া বিশ্বকাপ জিতেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছেন। এবার তাঁর মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হতে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেটে অতুলনীয় অবদানের জন্য প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে সাম্মানিক ডক্টরেট (ডি.লিট) দিতে চলেছে পুণের অজিঙ্কা ডিওয়াই পাটিল ইউনিভার্সিটি। অর্থাৎ তাঁর নামের আগে বসতে চলেছে 'ডক্টর' উপাধি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ এই সম্মান দেওয়া হবে হিটম্যানকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'অতুলনীয় অবদান' এবং 'দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্বে'র জন্য রোহিতকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অনুরাগীদের কাছে তিনি 'হিটম্যান'। তবে এই সমাবর্তন তাঁর কাছে অন্যরকম মাইলফলক হতে চলেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদান এবং বিশ্বমঞ্চে তাঁর নেতৃত্বের জন্য এই ডি.লিট।"

জানা গিয়েছে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করবেন রোহিত। তিনি ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও এই বিশেষ সম্মান দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করার কথা প্রেসিডেন্ট এবং চ্যান্সেলর ড. অজিঙ্কা ডিওয়াই পাটিলের। উল্লেখ্য, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসাবে চূড়ান্ত সফল রোহিত। অল্পের জন্য ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হাতছাড়া হলেও ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি। তাছাড়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার তিনি। নামের পাশে রয়েছে ৬ সেঞ্চুরি। যা আর কারও নেই। গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক রোহিত এবার বাড়িতে বসে খেলা দেখবেন।

কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফিতে চালকের আসনে মহারাষ্ট্র, ব্যাকফুটে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা - ২০৯ মহারাষ্ট্র - ৪০২/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একপ্রকার চাপেই রয়েছে ত্রিপুরা। ব্যাটসম্যানদের পর ব্যর্থ বোলাররাও। আর তাতেই বেড়ে গেলো চাপ। বড় কোন অঘটন না ঘটলে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও পরাজিত হতে চলেছে রাজ্য দল। অনূর্ধ - ২৩ কর্নেল সিকে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে। সলাপুরের ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ২০৯ রানের জবাবে স্বাগতিক মহারাষ্ট্র ৪ উইকেট হারিয়ে পাহাড় সমান ৪০৩ রান করে।

মহারাষ্ট্র এখন এগিয়ে ১৯৪ রানে। স্বাগতিক দলের লক্ষ্য থাকবে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে সরাসরি জয়ের জন্য ঝাপানো। ফলে একরাশ চাট নিয়ে রবিবার তৃতীয় দিনে মাঠে নামবে ত্রিপুরা। ত্রিপুরার ২০৯ রানের জবাবে স্বাগতিক দলের দুই ওপেনার হর্ষ এবং অনিরুদ্ধ শুরু থেকে ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করতে থাকেন। ত্রিপুরার যাবতীয় আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করে গিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন নিজ রাজ্যকে। ওপেনিং জুটিতে দুজন ৩১৭ বল খেলে ১৮৯ রান যোগ করে বুঝিয়ে দেন দলের লক্ষ্য। হর্ষ ১৫৯ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৫ এবং অনিরুদ্ধ ১৬২ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৯১ রান করেন।

ওই দুজন আউট হতেই দলের হয়ে রুখে দাঁড়ান দলনায়ক এস ধাস এবং দ্বিগবিজয় প্যাটেল। ওই জুটি এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দলকে।

তৃতীয় উইকেটে ওই জুটি ১৫৫ বল খেলে ১০৫ রান যোগ করেন। ধাস ৯৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারিও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রান করে অমিত আলীর তৃতীয় শিকার হয়েছেন। সাহিল পড়খ আউট হলেও অপর প্রান্তে রুখে দাঁড়িয়ে নিজের শতরান করতে ভুল করেননি দ্বিগবিজয়। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের শেষে মহারাষ্ট্র ১০৩ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ৪০৩ রান করে। দ্বিগবিজয় ১৩০ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১২ রানে এবং করণ ৩৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারিও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার পক্ষে অমিত আলী ১০৯ রানের তিনটি এবং অর্কজিৎ রায় ৭৬ রানে একটি উইকেট দখল করেন। রাজ্য দলকে ম্যাচে ফিরতে হলে আজ তৃতীয় দিনে বোলারদের পাশাপাশি ব্যাটসম্যানদেরও অত্যাধিক দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে।

ঈশান কোণে ঝড়, হল সূর্যোদয়ও ! নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০তে দাপুটে জয় ভারতের

নিউজিল্যান্ড: ২০৮/৬ (স্যান্টনার ৪৭, রাচীন ৪৪, কুলদীপ ৩৫/২)
ভারত: ২০৯/৩ (সূর্য ৮২*, ঈশান ৭৬, ইশ সোধি ৩৪/১)
৭ উইকেটে জয়ী ভারত।

সময় আমাদের বড় শিক্ষক। যা অনেক কিছু শিখিয়ে যায় প্রতি মুহূর্তে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রান করেও জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন না ঈশান কিষান। অথচ কে জানত ফিনিক্সের মতো জাতীয় দলে ফিরবেন তিনি। সেই তিনিই দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে 'সবক' শেখালেন নিউজিল্যান্ডকে। তাঁর ঝোড়ো ইনিংস যেমন রায়পুরের মাঠে স্মরণীয় হয়ে থাকল, তেমনই দীর্ঘ মাস পর হাফসেঞ্চুরি হাঁকালেন সূর্যকুমার যাদব। ২৮ বল বাকি থাকতেই নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ২০৯ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে গেল ভারত। অভিষেক শর্মার তাণ্ডবে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ 'প্রস্তুতি' শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৪৮ রানে জিতেছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা। এবার লক্ষ্য দ্বিতীয় ম্যাচে বৈতরণি পার করা। সেই লক্ষ্যে লেটার মার্ক নিয়ে পাশ টিম ইন্ডিয়া। রায়পুরের টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠান সূর্যকুমার। ভারতের সামনে ২০৯ রানের লক্ষ্য রেখেছিল নিউজিল্যান্ড। রাচীন রবীন্দ্র ও মিচেল স্যান্টনারের সৌজন্যে ২০০-র গণ্ডি পার করে নিউজিল্যান্ড। ২৭ বলে ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। কুলদীপ যাদব নেন ৩৫ রানে ২টি উইকেট। হার্দিক, হর্ষিত, বরুণ, অভিষেক, দুবে ভাগ করে নেন একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই দুই ওপেনার সঞ্জু স্যামসন (৬), অভিষেক শর্মার (০) উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। ৬ রানে ২ উইকেট হারানো ভারতকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তোলেন ঈশান কিষান এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার। ২১ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ঈশান। বাঁহাতি ব্যাটার যখন খেলছিলেন, সেই সময় অ্যাঙ্কারের ভূমিকায় ছিলেন সূর্য। তাঁদের জুটিতে ওঠে ১২২ রান। ইশ সোধির বলে ছয় মারতে গিয়ে ৩২ বলে ৭৬ রানে সাজঘরে ফেরেন ঈশান। আউটের আগে ১১টা চার এবং চারটে বিশাল ছক্কা হাঁকিয়েছেন। জীবন হয়তো এভাবেই বদলে যায়। বছর খানেক আগে ডবল সেঞ্চুরি করার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, ভারতীয় দলে ঈশান কিষানের জায়গা পাকা, তাঁরা এক সময় ভুল প্রমাণিত হয়েছিলেন। বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়া থেকে জাতীয় দলের লড়াই থেকে ছিটকে ফিনিক্স পাখির মতো ঈশানের এই কামব্যাকের লড়াই সত্যিই দেখার মতো। ঈশান ফিরলেও ভারতের রানের গতি কমেনি। সৌজন্যে 'স্কাই'। একেবারে স্বমহিমায় ব্যাট করেন সূর্য। ১৪ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাফসেঞ্চুরি করলেন তিনি। ২৩ বলে এই ২২তম অর্ধশতক করেন তিনি। সঙ্গে শিবম দুবেও (৩৬) কার্যকরী ইনিংস খেলে গেলেন। সূর্য ও দুবের জুটিতেও উঠল ৮১ রান। ভারতকে জয় পেতেও বেশি অপেক্ষা করতে হল না। সূর্য অপরাজিত থাকলেন ৩৭ বলে ৮২ রানে। তাঁর ইনিংসে ছিল ৯টা চার, চারটে ছয়। দু'টো বড় জুটি এবং দু'টো বড় ইনিংসের সৌজন্যে মাত্র ১৫.২ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় ভারত। রায়পুরে জিতে সিরিজের ফলাফল এখন ভারতের পক্ষে ২-০। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি রোববার।

'আমি কি পারব ?', সংশয়কে আত্মবিশ্বাসে পরিণত করেই ান দেখালেন এভাবেও ফিরে আসা যায় !

জীবন কীভাবে বদলে যায় ! ২০২২-এ ডবল সেঞ্চুরি করার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, ভারতীয় দলে ঈশান কিষানের জায়গা পাকা। কিন্তু সেখান থেকে বাদ পড়েন। অবশেষে কামব্যাকের নয়া কাহিনি লিখলেন ঈশান কিষান। রায়পুরে নিউজিল্যান্ড দল ও ভারতের ক্রিকেটভক্তরা ঈশান কোণে ঝড় দেখল। তবে কামব্যাকের পথে মসৃণ ছিল না। একটা সময় নিজেকে প্রশ্ন করতেন, "আমি কি আর পারব?" সেই সংশয়কে আত্মবিশ্বাসে রূপান্তর করেই ফিরে এলেন ঈশান।

দু'বছর পর জাতীয় দলে ফিরে প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে চেনা মেজাজে ফিরলেন ঈশান। এই দু'বছর তাঁকে একটাই প্রশ্ন তাড়া করত, "আমি কি ফের জাতীয় দলের জার্সি পরে পারফর্ম করতে পারব?" সেখান থেকে কামব্যাক করলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত রান করে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনালে ঝাড়খণ্ডকে জিতিয়ে 'বঞ্চিত' তকমা ঘোচানোর মরিয়া চেষ্টা একটা করেছিলেন তিনি। ফাইনালে ৪৯ বলে ১০১ রানের ইনিংসে কার্যত উড়ে গিয়েছিল হরিয়ানা। ১০ ম্যাচে ৫১৭ রান করে তিনিই শীর্ষ রান সংগ্রাহক।

ঈশান বলছেন, "আমি ঘরোয়া ক্রিকেটে শুধু রান করতে চেয়েছি। কখনও কখনও নিজের জন্য কিছু কাজ করতে হয়। নিজের ব্যাটিং সম্পর্কে নিজেকেই জবাবদিহি করতে হয়, আমি কি সত্যিই ভারতের হয়ে খেলার যোগ্য ? সেই জন্য আমার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলে রান করা খুব দরকারি ছিল। সব চেয়ে ভালো ব্যাপার আমরা ট্রফি জিতেছি, সেই আত্মবিশ্বাসটা নিয়েই এখানে এসেছি। তাই আজ ভালো খেলতে পারলাম।"

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ২১ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ঈশান। শেষ পর্যন্ত ইশ সোধির বলে ছয় মারতে গিয়ে ৩২ বলে ৭৬ রানে সাজঘরে ফেরেন ঈশান। আউটের আগে ১১টা চার এবং চারটে বিশাল ছক্কা হাঁকিয়েছেন। এর আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত রান করেছেন। সেই তিনি ভারতীয় দলে ফিরে সুপারহিট।

শামির ৫, আকাশের ২ উইকেট, বোনাস পয়েন্ট নিয়ে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে জয়ের আশায় বাংলা

কলকাতা।। রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে চালকের আসনে বাংলা। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বাংলার থেকে ১০২ রানে পিছিয়ে রয়েছে সার্ভিসেস। দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের হাতে রয়েছে ২ উইকেট। ৫ উইকেট নিয়ে বাংলাকে জয়ের মুখে পৌঁছে দিয়েছেন মহম্মদ শামি।

বাংলার ৫১৯ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে সার্ভিসেসের প্রথম ইনিংসের রান ছিল ৮ উইকেটে ১২৬। সেখান থেকে ১৮৬ রানে শেষ হয় তাদের প্রথম ইনিংস। ৮৫ রানে অপরাজিত থাকেন নকুল শর্মা। ৫১ রানে ৪ উইকেট নেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। ৫০ রানে ৩ উইকেট নেন আকাশ দীপ। প্রথম ইনিংসে ৩৭ রানে ২ উইকেট নেন শামি।

৩৩৩ রানে পিছিয়ে থাকা সার্ভিসেসকে ফলোঅন করান বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তাঁকে হতাশ করেননি শামি। একাই সার্ভিসেসের ব্যাটারদের নাকাল করে ছাড়েন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন আকাশও। ভারতীয় দলের দুই বোলারের দাপটে সুবিধা করতে পারেননি সার্ভিসেসের কোনও ব্যাটারই। ৫১ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন শামি। তাঁকে আবার চেনা ফর্মে পাওয়া গেল। ৪২ রানে ২ উইকেট আকাশের। দিনের শেষে সার্ভিসেসের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ৮ উইকেটে ২৩১। অধিনায়ক রজত পালিওয়াল করেছেন ৮৩। ৬২ রান এসেছে মোহিত অহলওয়াতের ব্যাট থেকে। জয়ন্ত গোয়াত (১৬) এবং আদিত্য কুমার (২২) অপরাজিত রয়েছেন। ম্যাচের শেষ দিন বোনাস পয়েন্ট-সহ জয়ের জন্য বাংলার দরকার ২ উইকেট। ইনিংস হার বাঁচাতে সার্ভিসেসকে করতে হবে আরও ১০৩ রান। এই ম্যাচ বোনাস পয়েন্ট-সহ জিততে পারলে রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যাবেন ঈশ্বরণেরা।

নেতাজী জন্মজয়ন্তিতে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি।

আগর শিল্পের উন্নয়নে বড় উদ্যোগ, ধর্মনগরে পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

ধর্মনগর, ২৪ জানুয়ারি : আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা উত্তর ফুলবাড়ীতে অবস্থিত মামন ইন্ডাস্ট্রির আগর কারখানা পরিদর্শন করেন উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রক-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। পরিদর্শনকালে তিনি আগর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিক্রেতা ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বড়গোলে আগর মার্কেটের উন্নয়নে প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত কমন আগর প্রসেসিং ইউনিটের শিলান্যাস করেন। এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানকে ঘিরে গোটা এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী টিংকু রায় ও শান্তনা চাকমা, বনদপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন, জেলা পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, বনদপ্তরের আধিকারিকবৃন্দসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, ত্রিপুরার কদমতলা ও আসামের গোলাঘাট এলাকাকে কেন্দ্র করে আগর শিল্পের আরও বিস্তৃত উন্নয়ন সাধন করা হবে। তিনি জানান, আগর শিল্পকে ঘিরে ত্রিপুরা সরকার যে স্বপ্ন দেখছে, তা বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করছে। আগরের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত করে তোলাই কেন্দ্র সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।তিনি আরও বলেন, আগর শিল্পের বিকাশের ফলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং এর মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

জোলাইবাড়ী বাইপাসে গাড়ীর ধাক্কায় গুরুতর আহত স্কুলছাত্র

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি: শনিবার বেলা আনুমানিক ১১টায় জোলাইবাড়ী বাইপাসে একটি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক স্কুলছাত্র। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, একটি দ্রুতগামী গাড়ী এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলো এবং সেই সময়ে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ইশান পাল (১৫), মধ্যপিলাক এলাকার বাসিন্দা, বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে ধাক্কা দেয়।

স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে ইশানকে উদ্ধার করে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার পর তাকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করেন। চিকিৎসকরা জানান, দুর্ঘটনায় ইশানের পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে।

এদিকে, ঘটনার সাথে জড়িত গাড়ীটিকে এখনও পুলিশ আটক করতে সক্ষম হয়নি। এলাকাবাসী ও স্বজনরা দ্রুত তদন্ত এবং দোষী চালককে শাস্তি দেওয়ার জন্য জোর দাবি করছেন।

জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার পুলিশ এখন এই ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। স্থানীয়রা আগ্রহের সঙ্গে দেখছেন, পুলিশ কিভাবে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ঘটনার সাথে জড়িত চালককে দ্রুত ধরতে সক্ষম হয় কি না।

রাবার স্মোকিং ঘরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: জম্পুইজলা থানার অন্তর্গত হিরাপুর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কয়েক লক্ষাধিক টাকার রাবার শিট পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল গভীর রাতে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডে এলাকার রাবার ব্যবসায়ী রাজিব মিয়ার ছয়টি রাবার স্মোকিং ঘর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা পরিকল্পিতভাবে রাবার স্মোকিং ঘরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘরের ভেতরে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ রাবার শিট আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ সময় ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালালেও আগুনের তীব্রতার কারণে তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও সৌভাগ্যবশত কোনো প্রাণহানির খবর নেই।

এই ঘটনার জেরে গোটা হিরাপুর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাটিকে নাশকতা বলে সন্দেহ করছেন এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে জম্পুইজলা থানার পুলিশ। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ভয়াবহ ঘটনার পর রাবার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

একলব্য ক্যাম্পাসে পরাক্রম দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য ক্যাম্পাসে পরাক্রম দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহন কল্লান, প্রধান, সংস্কৃত ভারতী, উত্তর-পূর্ব। অধ্যাপক মখলেশ কুমার উপাধ্যায়, পরিচালক, একলব্য ক্যাম্পাস, তাঁর সভাপতিত্বে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের অবদান এবং দেশপ্রেমের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে হয় এবং পরে ছাত্রদের দ্বারা দেশপ্রেমমূলক একটি গান

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, সাহস ও দৃঢ়তার মাধ্যমে দেশজুড়ে স্বাধীনতার চেতনাকে প্রজ্জ্বলিতকারী দূরদর্শী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছি। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, দেশ এখন সংকটজনক পরিস্থিতি মধ্যে যাচ্ছে। একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে হবে।

নেতাজীর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ ও সমাজের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি: নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শ, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ আজও বর্তমান প্রজন্মের অনুপ্রেরণার উৎস। ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজীর আত্মবলিদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন মাঠে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১৩০তম জন্মদিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বৃটিশ শাসক অনেকবার নেতাজীকে কারারুদ্ধ করেও তাঁর মতাদর্শ ও দেশপ্রেম থেকে তাঁকে টলাতে পারেনি। নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

নেতাজীর বিখ্যাত উক্তি ”তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব” আজও দেশবাসীর মনে শিহরণ জাগায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা কখনো ভিক্ষা করে পাওয়া যায়না, তা সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়। নেতাজীর জীবন আমাদের শেখায় যে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা নয়, এর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাড়াতে হবে। ছাত্রছাত্রী ও যুব সমাজকে নেতাজীর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ গঠনে ছাত্রছাত্রীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নেতাজীর দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজীর জন্মদিন পরাক্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ২০২২ সালে নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটের সামনে ২৮ ফুট উচু নেতাজী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৫১ সাল থেকে প্রতিবছর নেতাজীর জন্মদিনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। আজকের এই দিনটি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি বিশেষ দিন। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নেতাজীর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ ও সমাজের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সম্পাদক ডা. দিলীপ কুমার দাস।

উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সহ সভাপতি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তপন চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী নেতাজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সূচনা করেন। শোভাযাত্রায় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

জাতীয় ভোটদাতা দিবসে যুবশক্তিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করতে ‘আমার ভারত, আমার ভোট’-‘মাই ভারত মাই ভোট’ অভিযান

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি : গণতন্ত্রে যুবসমাজের অংশগ্রহণ বাড়াতে দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে বিশেষ অভিযান-‘আমার ভারত, আমার ভোট’ বা ‘মাই ভারত মাই ভোট’ অভিযান। জাতীয় ভোটার দিবস বা ভোটদাতা দিবসকে কেন্দ্র করে ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, নৈতিক ও সক্রিয় নির্বাচনী অংশগ্রহণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে ‘মাই ভারত’ উদ্যোগ হচ্ছে এই অভিযান। বিশেষত প্রথমবারের ভোটদাতাদের অগ্রাধিকার দিয়ে ‘মাই ভারত মাই ভোট’ নামে পদযাত্রা ও সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে জাতীয় ভোটার দিবসকে গণআন্দোলনে রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। যুবশক্তিকে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করার দূত হিসেবে গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

এ নিয়ে ‘মাই ভারত, ত্রিপুরা’-এর স্টেট ডিরেক্টর বি.পি. শাহি বলেছেন, ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীন ‘মাই ভারত’ উদ্যোগে আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে আয়োজন করা হচ্ছে “জাতীয় ভোটদাতা দিবসের পদযাত্রা ও সানডে অন সাইকেল ২০২৬”। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির রাজধানী এবং জেলা সদর দফতরে একযোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলায়ও ‘মাই ভারত ত্রিপুরা’র পক্ষ থেকে আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৭ টায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গন থেকে উমাকান্ত একাডেমি পর্যন্ত ভোটার সচেতনতার পদযাত্রা ও সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য যুবসমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সর্বাধিক করা এবং ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। ‘মাই ভারত মাই ভোট’ শিরোনামে এই উদ্যোগে প্রথমবারের ভোটদাতাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ভোটার সচেতনতার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা ও সামাজিক অংশগ্রহণকে যুক্ত করে জাতীয় ভোটার দিবসকে একটি সক্রিয় গণআন্দোলনে রূপান্তর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হল তরুণ নাগরিকদের ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সংবেদনশীল করা, ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করতে উৎসাহিত করা, ভোটার তালিকার তথ্য সংশোধনের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তৃণমূল স্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করা। পদযাত্রা ও সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে নাগরিকদের সমষ্টিগত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভোটার সচেতনতার বার্তা ছড়ানো হবে। কর্মসূচিতে মাই ভারত-এর স্বেচ্ছাসেবক ও প্রথমবারের ভোটদাতারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকবে পদযাত্রা ও সাইকেল চালানো, প্রথমবারের ভোটারদের সংবর্ধনা, ভোটার সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এবং জনসংযোগমূলক কর্মসূচি।

দেশ গঠনের ক্ষেত্রে এই ধরনের গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুভূতি তৈরি হলে গণতন্ত্রের ভিত আরও শক্তিশালী হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে যুবসমাজকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বশীল নাগরিকতার দূত হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বসন্ত পঞ্চমীতে বিদ্যার আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: আজ পবিত্র বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা আগরতলার একাধিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

এদিন শিশু বিহার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত সরস্বতী পুজোয় উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী দেবীর আরাধনায় অংশ নেন। তিনি প্রার্থনা করেন, মা সরস্বতী যেন সকলকে জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধির আলোয় আলোকিত করেন এবং মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন।পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ ও আই জি এম হাসপাতাল-এ আয়োজিত সরস্বতী পুজোতেও সামিল হন। সেখানে শিক্ষক, চিকিৎসক, পড়ুয়া ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে মিলিতভাবে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবীর আরাধনা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সামাজিক মাধ্যমে জানান, বসন্ত পঞ্চমীর এই পবিত্র দিনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানচর্চা, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার বীজ বপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই মিলনই একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ধর্মনগরে চূড়ান্ত মহড়া অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ২৩ জানুয়ারি: ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বিবিআই মাঠে আজ চূড়ান্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ঠিক ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারেডের সূচনা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও ধর্মনগর জয়ন্ত কর্মকার, ধর্মনগর থানার ওসি মিনা দেববর্মা সহ পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকরা।মুখ্য প্যারেডে মোট নয়টি প্লাটুন অংশগ্রহণ করে। ফুল ড্রেসআপে সুসজ্জিত প্যারেড অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দনভাবে প্রদর্শিত হয়। আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে।

বাইক - লরির সংঘর্ষে যুবকের মৃত্যু

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি : কমলপুর থানার অন্তর্গত চলুবাড়ী হঠাৎ বাজার সংলগ্ন ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এক বাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর লরিটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নিহত যুবকের নাম রূপেশ সিং। মৃত যুবকের ভাই রাজীব সিং জানান, তাঁদের বাড়ি খোয়াই থানার চরগনকী গ্রামে। আজ ভোরে ঘন কুয়াশার মধ্যে রূপেশ সিং তাঁর ছোট ভাইয়ের বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কমলপুর হয়ে পানিসাগর বিলথৈবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

তিনি আরও জানান, সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কমলপুর থানার চলুবাড়ী হঠাৎ বাজার এলাকায় পৌঁছতেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বারো চাকার লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় রূপেশ সিং ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। দুর্ঘটনার পর লরি চালক লরিসহ পালিয়ে যাওয়ায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং পলাতক লরি ও চালকের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়কে ঘন কুয়াশার সময় যানবাহন চলাচলে আরও সতর্কতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

জল জীবন মিশনের পাম্প আছে, তবু জল নেই বহু বাড়িতে, ঠিকাদারি গাফিলতিতে চরম ভোগান্তি

চড়িলাম, ২৪ জানুয়ারি: জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় পানীয় জলের পাম্প মেশিন বসানো হলেও একাধিক পরিবারে মিলছে না জল। সংশ্লিষ্ট ডিডব্লিউএস (ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন) দপ্তরের নীরব ভূমিকায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

জানা গেছে, গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত পশ্চিম কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় কয়েক বছর আগে জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি পাম্প মেশিন স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ওই পাম্প মেশিনটি নিয়মিত চালু থাকলেও এলাকার সব পরিবার সমানভাবে জল পাচ্ছে না।

স্থানীয় ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ঠিকাদাররা অত্যন্ত নিম্নমানের পাইপলাইন বসিয়েছিলেন। ফলে জলের চাপ বাড়লেই বিভিন্ন জায়গায় পাইপ ফেটে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এর জেরেই বহু পরিবারে জল পৌঁছাচ্ছে না বলে দাবি এলাকাবাসীর।

ভুক্তভোগীদের আরও অভিযোগ, সমস্যার কথা একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের জানানো হলেও বাস্তবে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সরকারের তরফে প্রতি ঘরে জল পৌঁছানোর জন্য যথাযথ অর্থ বরাদ্দ করা হলেও ঠিকাদারি দুর্নীতির কারণেই আজ সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীরা জানান, প্রতিদিন নিয়ম মেনে পাম্প চালানো হলেও কিছু নির্দিষ্ট পরিবার একেবারেই পানীয় জল পাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে অন্য এলাকা বা দূরবর্তী উৎস থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে তাদের।

স্থানীয়দের অনেকেরই ক্ষোভ, “মানুষের জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় জল নিয়ে এই ধরনের প্রতারণা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।”

শনিবার সকালে ভুক্তভোগী এলাকার সাধারণ মানুষ সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তাদের সমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

এলাকাবাসীর দাবি, সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পাইপলাইন সংস্কারসহ স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা নেয়, যাতে প্রকল্পের সুফল সত্যিই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়।

পূর্ব হারেরখলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো না সরস্বতী পূজা ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি: কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের পূর্ব হারেরখলা এলাকায় অবস্থিত যোগেশ্বর দাস স্মৃতি মেমোরিয়াল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অচল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। এ কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কর্মকাণ্ডের অনিয়মের কারণে সম্প্রতি কেন্দ্রটি সরস্বতী পূজা এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করতে ব্যর্থ হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রতিবার এমন অনুষ্ঠান আয়োজনে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবার কেন্দ্রটি অচল থাকায় শিশু ও অভিভাবকরা অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা প্রশাসনের দিকে আঙ্গুল তুলেছেন। তাদের বক্তব্য, শিশুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য এই কেন্দ্রের কার্যক্রম সচল থাকা অত্যন্ত জরুরি। অচল অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চললেও এখন পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যাতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চালু হয়। স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেছেন যে, দ্রুত কেন্দ্রটি পুনরায় কার্যক্রম শুরু করবে এবং শিশুদের জন্য আয়োজন ও শিক্ষা কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে।

সূর্য ঘর যোজনায় ৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের গণ্ডি পার করেছে রাজ্য

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি : ত্রিপুরার বিদ্যুৎ খাতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে সৌরশক্তির মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে ২০২৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চালু হওয়া ‘পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা’ এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সীমা অতিক্রম করেছে। এটি রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতে নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড জানিয়েছে, এই যোজনার মাধ্যমে সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকরা তাদের বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবেন। এতে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামবে না, অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রাহকের মাসিক আয়ের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি বাড়িকে ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করা। এতে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, বিদ্যুৎ বিলের বোঝা কমবে এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে।

রাজ্যে মানুষের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। ইতিমধ্যেই ১৭,৬০১ জন গ্রাহক এই প্রকল্পে নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে ২,০৬১টি বাড়িতে সোলার প্যানেল ইনস্টলেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১,৭৪৬ জন গ্রাহক সরকারি ভর্তুকির অর্থ পেয়েছেন। সরকারি ভর্তুকি সর্বাধিক ৮৫,৮০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মাত্র ১ কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি সোলার প্ল্যান্ট মাসে প্রায় ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম। এটি সাধারণ পরিবারের মাসিক বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে যথেষ্ট। উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করে নিয়মিত আয়ও করা সম্ভব।

৫০০ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার এক

আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি : ৫০০ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম শঙ্খদীপ রায়। তার বাড়ি ধলেশ্বর রোড নম্বর ৮ এলাকায়।

শনিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ধলেশ্বর এলাকায় যানবাহন তল্লাশি চলাকালীন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় শঙ্খদীপ রায়কে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার জ্যাকেট থেকে ৫০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ ধৃতের বাড়িতে অভিযান চালালেও সেখান থেকে আর কোনও মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়নি বলে জানান ওসি। এ ঘটনায় ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

ধর্মনগরে বীর শহীদ সিআরপিএফ জওয়ান শম্ভু রায়ের স্মৃতিতে মূর্তি স্থাপন

ধর্মনগর, ২৪ জানুয়ারি: সিআরপিএফের ১৪০ নং ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ধর্মনগরের চন্দ্রপুর এলাকায় আপনজন ক্লাবের পাশে বীর শহীদ সিআরপিএফ জওয়ান শম্ভু রায়ের স্মৃতিতে একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়। এক সংক্ষিপ্ত অথচ মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মূর্তিটির উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য, শহীদ শম্ভু রায় সিআরপিএফের ২১০ কোবরা ব্যাটালিয়নের একজন সাহসী জওয়ান ছিলেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি সিআরপিএফ কোবরা বাহিনীতে যোগ দেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 25-01-2026, 01:10